৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ১২ ফাল্গুন – ১৮ ফাল্গুন, ১৪২৯ ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি – ৩ মার্চ, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 19, 25 February - 3 March, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

তপন থিয়েটারে সারা রাত নাটক

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মুখবন্ধ খামে দেওয়া কেন্দ্রের পরামর্শ উপেক্ষা করে

আদানি গ্রুপের শেয়ার কারচুপি খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্টের নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটি তদন্ত করবে বলে জানিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি।

রবিবার : পে চ্যানেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রধান তিন চ্যানেল

ও এমএসও দের বিরোধে দুপুর থেকে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল জি, ষ্টার ও সোনি চ্যানেলের অনুষ্ঠান। বিরোধ গড়ালো আদালতে।

সোমবার : আতঙ্ক ছড়াচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস। বিশেষ

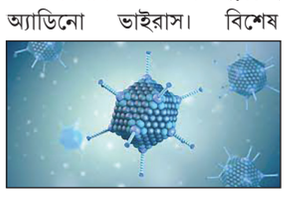

করে শিশুদের নিয়ে নাজেহাল পরিবার। হাসপাতালে ক্রমশঃ অভাব হচ্ছে বেডের। প্রাণ গিয়েছে ১১ জন শিশুর। অনেকের অভিমত এর জন্য দায়ী করোনাও।

মঙ্গলবার : খোদ কলকাতার বুকে পার্ক স্ট্রিটে একটি গাড়ি

থেকে মিলল ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা তল্লাশি চালিয়ে টাকা সহ গ্রেফতার করেছে এক ব্যক্তিকে।

বুধবার : স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও বড় বড় হাসপাতাল,

নার্সিংহোম থাকে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিলেন রোগীরা। কারণ সরকারি হারে তাদের পোষাচ্ছে না। তাই বরাদ্দ বাড়ল ৫ গুণ। তবে কড়া নজরদারি চলবে বিলে।

বৃহস্পতিবার : এবারও খাদ্যশস্য পরিবহণে ১০০% ও চিনি

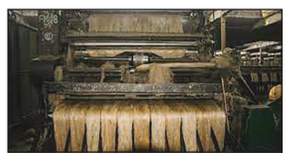

পরিবহণে ২০% চটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্র সরকার। এর ফলে উপকৃত হবে পাট শিল্প ও বিপুল সংখ্যক চটকল শ্রমিক।

শুক্রবার : আদালতের নির্দেশ অমান্য করে কয়লা

কাণ্ডে বন্দি বিকাশ মিশ্রকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অপরাধে জরিমানা হল প্রেসিডেন্সি জেল সুপারের। অনাদায়ে জেলের নির্দেশ আদালতের।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বঙ্গশিক্ষার রাজপ্রাসাদ ভাঙল বলে

ওঙ্কার মিত্র

শিক্ষাকে উচ্চ বর্ণের কুঠুরি থেকে বার করে সার্বজনীন করার প্রানপণ চেষ্টা করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বসুরি মনীষীরা। বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়ার ভাষাকে সহজ সরল করার জন্য নিজে কলম ধরেছিলেন। লোকশিক্ষার কথা বলে গিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার কথা বলেছেন বারবার। শিক্ষার ভয় ভাঙাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠ লিখে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কারণ এঁরা সকলে বুঝেছিলেন জাতির মুক্তির জন্য কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষা দরকার। নারী শিক্ষা ছাড়া ভারতীয় সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। এই চেতনা বিপ্লবের পীঠস্থান ছিল এই বঙ্গভূমি। আর সময়টা ছিল ব্রিটিশ আমল যখন স্বাধীন দেশীয় শাসকের জন্ম হয়নি।

আমরা যখন শাসক হলাম বদলে গেল ছবিটা। চেতনা বিপ্লবের কান্ডারীরা ছবি হয়ে ঝুলে গেলেন দেওয়ালে। ফুল মালা পেলেন বটে কিন্তু তাঁদের পথে পা বাড়ালেন না দেশীয় শাসকরা। বরং পৃথিবীর আর দশটা শাসকের দৃষ্টিতে সার্বজনীন শিক্ষাকে শাসক বিরোধী বলে মনে হতে থাকলো তাদের। লিও টলস্টয় তাঁর পর্যবেক্ষনে বলেছিলেন, 'মানুষের অজ্ঞানতার মধ্যেই সরকারের শক্তি নিহিত রয়েছে। সরকার সেটা জানে এবং সেজন্য সরকার সত্যিকারের জ্ঞানচর্চার বিরোধিতা করে।' তাঁর এই পর্যবেক্ষণ যদি শাসকের জন্য প্রযোজ্য হয় তাহলে তা ভারতীয় শাসকের জন্যই বা খাটবে না কেন। অনেক পরে এই বঙ্গভূমে সত্যজিৎ রায় শুনিয়েছেন 'এরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে।' অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক কথা।

অতএব দেশীয় শাসকরা মনীষীদের পথ ছেড়ে ধরলেন শাসকের পথ। সেরা মেধা নিয়ে গর্ব করা বঙ্গশিক্ষায় প্রথম আঘাত হানল কংগ্রেসী আমলের ডামাডোল। পরীক্ষার হলে শুরু হল গণটোকাটুকি। শাসকের রক্তচক্ষুর কাছে জুজু হয়ে

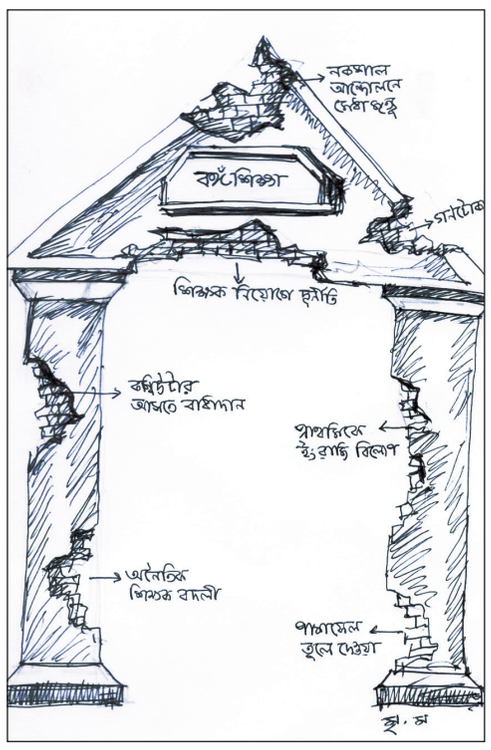

রইলেন শিক্ষকরা। বঙ্গশিক্ষার প্রাসাদ থেকে খসে পড়ল প্রথম চাঁই। এরপর বাঙালির মেধা মেতে উঠল সমাজ পরিবর্তনের রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে। সুযোগ এল শাসকের কাছে। নির্বিচারে হত্যা করা হল দুই প্রজন্মের সেরা বাঙালি মেধাগুলিকে। বঙ্গশিক্ষার স্তম্ভে চওড়া হল ফাটল। বাঙালি অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে আশ্রয় নিল বামপন্থীদের কাছে। শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখানো বামপন্থীরাও শাসক হয়ে পাল্টে গেল। কম্পিউটার ঢুকতে বাধা দিয়ে আধুনিক শিক্ষা থেকে বহুদূরে পিছিয়ে দিল বাঙালিকে। এক অর্ধশিক্ষিত শ্রেণি তৈরি করতে মাতৃভাষায় শিক্ষার জিগির তুলে প্রাথমিক পাঠ্য থেকে ইংরেজি ভাষা তুলে দিল। এতেও মন ভরলো না, শ্রেণি বিভক্ত সমাজ তৈরি নিশ্চিত করল উচ্চপ্রাথমিক থেকে পাশ ফেল প্রথা তুলে দিয়ে। একের পর এক আঘাতে বঙ্গশিক্ষার কাঠামো যখন নড়বড় করছে বাঙালি খুঁজে পেল এক নেত্রীকে। সব কিছু ভুলে পরিবর্তনের আশায় তাঁকেই আঁকড়ে ধরল বাঙালি। কিন্তু হায়! তিনিও বজায় রাখলেন শাসকের ধারা। বঙ্গশিক্ষার প্রাসাদে সবচেয়ে বড় আঘাত হেনে আশা ভরসার নেতা নেত্রীরা পয়সার বিনিময়ে অযোগ্যদের নিয়োগ করল শিক্ষক হিসাবে। অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ হলেন অশিক্ষক কর্মীরাও। যোগ্যরা পড়ে থাকলেন পথে। এতেও পেট ভরেনি পরিবর্তনের কান্ডারীদের। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষিকা বদলি করে পঙ্গু করে দেওয়া হল গ্রামবাংলার শিক্ষাকে। পয়সার বিনিময়ে কলেজ শিক্ষাকেও কাটমানির হাতিয়ার করে তোলা হল।

একের পর আঘাতে কেঁপে ওঠা বঙ্গশিক্ষার দালান যে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে তার ইঙ্গিত মিলেছে সমীক্ষায়। ২০১৭–'১৮ সালে করা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গের ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের পুরুষদের মধ্যে মাত্র ৩৩.৫ শতাংশের মাধ্যমিক বা উচ্চতর ডিগ্রি আছে। যা শুধু সর্বভারতীয় গড়ের থেকে কম তাই নয় যে কোনও রাজ্যের থেকে নিচে। হ্যাঁ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের থেকেও নিচে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে খান কয়েক রাজ্য যারা এ বাবদ পশ্চিমবঙ্গের নিচে। অর্থাৎ শিক্ষিতের হারে মহিলা ও পুরুষের বৈষম্য এ রাজ্যে অন্য রাজ্যের তুলনায় কম। ধরা যাক উচ্চমাধ্যমিকের কথা, একাদশ বা দ্বাদশে যত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত আছে সেই সংখ্যাকে রাজ্যে ১৬/১৭ বয়সীদের মোট শতাংশ হিসাবকে বলে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বা জিইআর। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকে এই জিইআর হল ৫৪.৪ শতাংশ। আর গোটা দেশে ৭০.৩ শতাংশ। এই সমীক্ষা নিয়ে সন্দেহ থাকলে অন্য আর এরপর পাঁচের পাতায়

স্কুলের গাফিলতিতে মাধ্যমিক দিতে নাকাল ছাত্রী

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ছাত্রজীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হল, মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা দিতে এসে বৃহস্পতিবার এক ছাত্রীকে রীতিমতো নাকাল হতে হল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে। সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই জীবনের এই প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে অপেক্ষা করে থাকে। সেই পরীক্ষায় প্রথম দিনেই কিন্তু ঘটল দত্তপুকুর নিবাধুই বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। অবশেষে স্থানীয় এক তৃণমূল ছাত্রনেতার সহযোগিতায় পরীক্ষায় বসতে সফল হয় সে। সূত্রের খবর, দত্তপুকুরের নিবাধুই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের এবারে সিট পড়েছে দত্তপুকুর কাশিমপুর বালিকা বিদ্যালয়। এদিন পরীক্ষা দিতে আসার পর সঠিক নিয়মে দত্তপুকুর থানার পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রেশন ও অ্যাডমিট চেক করে প্রবেশ করানোর সময়ে দেখা যায় এই ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন অ্যাডমিট ২০২২ সালের। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দ্বিতীয়বার দিচ্ছে সে। ভিতরে প্রবেশ করলেও তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। স্কুল সূত্রে জানা যায়, ছাত্রীর নাম পায়েল হালদার। পরীক্ষায় তাকে বসতে না দেওয়ায় ভেঙে পড়ে ছাত্রী সহ তার গোটা পরিবার। এ সময়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতা তার বাইকে করে ছাত্রীকে নিয়ে তার স্কুলে গিয়ে ২০২৩ সালের অ্যাডমিট নিয়ে আসার পর তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে তার প্রায় ২৫ মিনিট দেরি হয়ে যায়। ছাত্রীর বাবা যুধিষ্ঠির হালদার বলেন, আমি নিজে স্কুলে গিয়ে এ বছরের সমস্ত টাকা পয়সা জমা দিয়ে অ্যাডমিট নিয়ে আসি। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আমার মেয়ের পরীক্ষায় বসতে যে হয়রানি হল, এর দায় কে নেবে'? এ প্রশ্নও তোলেন ছাত্রীর বাবা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই স্থানীয় নেতা বলেন, আমি টিএমসিপি'র এককর্মী। নিবাধুই গার্লস–এর এক ছাত্রী, তার সিট পড়ে কাশিমপুর গার্লস–এ। স্কুলে থাকাকালীন কোনো কারণবশতঃ সে তার অ্যাডমিটটা আনতে পারে নি। তারপর তাকে পরীক্ষায় বসতে না দেওয়া হলে আমরা তার অ্যাডমিটটা আনতে সাহায্য করি।' প্রসঙ্গত, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলনে বকখালির ব্যবসায়ীরা

অমিত মণ্ডল

দীঘার মতো রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বকখালি। সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে বহু পর্যটক কাছে পিঠের ডেস্টিনেশন হিসেবে বকখালীকে বেছে নেয়। কিন্তু সরকারি অবহেলায় বকখালি পর্যটনকেন্দ্র ধুঁকছে, এমনটাই অভিযোগ তুললেন স্থানীয় বকখালি–ফ্রেজারগঞ্জের কয়েক'শ ছোটবড় ব্যবসায়ী থেকে গ্রামবাসীরা। দ্রুত বকখালি পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবী তুলে গত সোমবার বিকালে ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে নামলেন। বকখালি–ফ্রেজারগঞ্জ ট্যুরিজম ডেভলেপমেন্ট কো–অর্ডিনেশন কমিটির ব্যানার নিয়ে বকখালি বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্লাবঘর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে মিছিল করে আন্দোলনে সামিল হন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে গ্রামবাসীরা। আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন দাবীদাওয়ার প্ল্যাকার্ড।

১৯৫৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বঙ্গোপসাগরের সৈকতে গড়ে ওঠে বকখালি পর্যটনকেন্দ্র। বকখালির উন্নয়নের জন্য ২০১২ সালে তৈরি করা হয়েছে সাগর–

বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ। এখানে কমবেশি ৭০ টিরও বেশি সরকারি, বেসরকারি আবাসিক হোটেল ও লজ গড়ে উঠেছে। পর্যটনকেন্দ্রে একশটিরও বেশি ছোট বড় দোকান আছে। কিন্তু বেহাল পরিকাঠামোর জন্য পর্যাপ্ত পর্যটক এখানে আসেন না বলে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং গ্রামবাসীদের দাবি। আয়লা, আমফান, ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয় বকখালির বিস্তীর্ণ এলাকার। কিন্তু পরে তার সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। বন্ধ হয়ে গেছে বনদপ্তরের মিনি–জু। সাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ আন্দোলনকারীদের। যদিও আন্দোলনকারীদের অভিযোগ মানতে রাজি নন সাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ পাত্র।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফের অস্ত্র উদ্ধার বারুইপুরে

প্রিয় মুখার্জি : পঞ্চায়েত ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বোমা বন্দুক উদ্ধারের ঘটনা। এবার নতুন করে বন্ধুক উদ্ধারের ঘটনা ঘটলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মল্লিকপুরে। গত সোমবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সাব্বির বেগ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তুলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।

পুকুর ভরাট রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুর আধিকারিক

সুব্রত মণ্ডল : রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাসের নির্দেশে পুকুর ভরাটের তদন্ত করতে গিয়ে এবার স্থানীয়দের হাতে আক্রান্ত হলেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার রবীন্দ্রনাথ রায়। ঘটনাটি ঘটে গত বুধবার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নবপল্লীর ডাক্তার বাগান এলাকায়। রবীন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে ছিলেন গড়িয়া পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার শুভাশিস বসু। যখন তারা ছ'বিঘা পুকুরটির ছবি

তুলছিলেন তখন কয়েকজন তাদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় কাউন্সিলর পাপিয়া হালদারের অনুগামীরা এসে বাধা দেয়। তাদের সঙ্গে যোগ দেন পাপিয়া হালদারের স্বামী পার্থ হালদার। শুধু তাই নয় এক প্রোমোটারের বিরুদ্ধে রড নিয়ে তেড়ে আসার অভিযোগ ওঠে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে এলাকায় গিয়ে এক্সিকিউটিভ অফিসার সহ ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ জানান রবীন্দ্রনাথবাবু। আতঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ রায় পুরসভার চেয়ারম্যানকে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন।

যদিও পাপিয়া হালদার সমস্ত রকম অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পুরসভার গড়িয়া অফিস থেকে এক্সিকিউটিভ অফিসার রবীন্দ্রনাথ রায় সহ কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার পুকুর ভরাটের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অভিযোগ আসে নবপল্লীর ডাক্তার বাগানে ১২৮ কাঠার বেশি পুকুর ভরাট করে কংক্রিটের পিলার নির্মাণের কাজ চলছে। এরপর পাঁচের পাতায়

মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ বহু পড়ুয়া কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ বহু পড়ুয়া সুন্দরবনের কুলতলিতে। আবারও মিড ডে মিল বিতর্ক।সোমবার মিড ডে মিলের খাবারে দেওয়া হয়েছিল মাংসের ঝোল আর ভাত। খাবার খেয়ে অসুস্থ শতাধিক পড়ুয়া। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলির জালাবেড়িয়া ২ নং পঞ্চায়েতের নকুল সহদেব হাইস্কুলে। অভিভাবকদের অভিযোগ স্কুলের মিডে মিলে ছাত্র ছাত্রীদের দেওয়া হয়েছিল বাসি মাংস। গোটা ঘটনায় অভিভাবকদের অভিযোগের তীর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দিকে। অসুস্থ বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে।স্কুলের কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। অভিভাকদের বক্তব্য, জোর করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই খাবার খেতে বাধ্য করেছেন। ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কুলতলি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

খবর পেয়ে স্কুলে হাজির হন স্থানীয় ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারী। অভিভাবকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি এদিন জানান। স্কুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। গত মাসেই স্কুলের মিড ডে মিলে সপ্তাহে একদিন মাংস দেওয়ার ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। সেইমতো স্কুলের মেনুতে সোমবার মাংস, ভাত পরিবেশন করা হয়। তবে সেই মাংস, ভাত বাসি ছিল বলে অভিযোগ করেন অভিভাবকরা।

বিষয়টি নিয়ে বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার বলেন, কেউ তেমন গুরুতর অসুস্থ হয়নি। ইতিমধ্যে ৮২ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। কিছুজনকে পর্যবেক্ষনের জন্য জামতলার জয়নগর কুলতলির গ্রামীণ হাসপাতালে রাখা হয়েছে।ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডাক্তারি ফি'তে নজরদারি নেই, নাভিশ্বাস ছাপোষা মুমূর্ষুদের

দেবাশিস রায়

প্রশাসনিক নজরদারির অভাব। কিচ্ছুটি বলার মতো কোত্থাও কেউ নেই।আর ঠিক সেই কারণেই চারিদিকে প্রাইভেট চেম্বারগুলিতে ডাক্তারদের ফি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে।ডাক্তারদের এই লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধির ধাক্কায় নাভিশ্বাস অবস্থা মুমূর্ষু মানুষগুলির।কলকাতা থেকে বহুদূরে গ্রামবাংলার শহরগুলিতে প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তারদের ফি অর্থাৎ ভিজিট এই মুহূর্তে ৩০০–৫০০ টাকার ঘরে ঘোরাফেরা করছে।কোথাও কোথাও দু'–তিন গুন বেশি।এমনকি, একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কৌশলে এই ফি–ই কখনো–সখনো আরও বেশি করে ধার্য্য হচ্ছে।আর প্রকাশ্যেই এই জুলুমবাজি ছাপোষা মুমূর্ষু মানুষজনকে মুখ বুঁজে মেনে নিয়ে চলতে হচ্ছে।তবে, এটা ভাববার কোনও মানেই হয় না যে 'মা–মাটি–মানুষ'–এর এই রাজ্যে কোনও নির্বাচিত সরকার কিংবা প্রশাসন নেই।সরকার আছে, প্রশাসন আছে, জনপ্রতিনিধিদের আনাগোনা আর মিটিং–মিছিল আছে, লালবাতি–নীলবাতির গাড়ি নিয়ে নেতা–আমলাদের দৌড়ঝাঁপ আছে। চারিদিকে এত কিছু থাকতেও এই ঘুণধরা সমাজের 'নুন আনতে পান্তা ফুরানো' হতভাগাদের দুঃখ কষ্টের কথা বোঝার মতো সত্যিকারের মানুষগুলির কিন্তু বড্ড অভাব।আর তাই মুখোশ পরা মানুষের ভিড়ে অমানবিক–স্বার্থপরদের সংখ্যাটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

কলকাতা থেকে মফস্বল সর্বত্রই এমনতর

পরিস্থিতি।হাটবাজারে মাছ থেকে সবজি সহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্যের ওপর নজরদারির জন্য সরকারিভাবে একটা টাস্কফোর্স রয়েছে।আবার স্থানীয়ভাবে একাধিক নিলাম ব্যবস্থাতেও বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্য স্থির হয়।পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত প্রশাসনের তত্বাবধানে এলাকার রিকশা, টোটো, অটো প্রভৃতি যানবাহনের ক্ষেত্রে যাত্রীভাড়া নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ রয়েছে।কিন্তু, শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র বিভিন্ন প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তারদের ফি নির্ধারণের মাপকাঠিটা ঠিক কী? বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোমগুলিতে পরিষেবা সহ প্যাথলজি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার ফি ধার্য্য করা হয় কোন কোন নিয়মের ভিত্তিতে এবং এসবের নজরদারি করে কারা? সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের সকলেই কি প্রাইভেট চেম্বারে মর্জিমাফিক ফি নিয়ে রোগী দেখতে পারেন ? এমনই সব প্রশ্ন অতীতে বহুবার উঠেছিল, এখনও উঠছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অনৈতিক কার্যকলাপ, শোষণমূলক পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তনই হয়নি। যে ডাক্তারবাবুরা সরকারি হাসপাতালে মোটা মাইনেতে চাকুরিরত। সেই তাঁরাই বছরভর বিভিন্ন জায়গায় প্রাইভেট চেম্বারে লাগামছাড়া ফি নিয়েই ঝাঁকে ঝাঁকে রোগী দেখছেন।এমনকি, নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স আওতাভুক্ত ডাক্তারদেরও অনেকেই এই তালিকার এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 19, 25 February - 3 March, 2023

উত্তরের আঙিনায়

আনন্দলোক ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এডুকেশনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গৌতম দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি আনন্দলোক ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এডুকেশনের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এই বর্ণাঢ্যময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা। ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেয়র গৌতম দেব আনন্দলোক ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং ট্রেনিং থেকে যেসব ছাত্রীরা পাশ করেছেন ও নতুন যারা ভর্তি হয়েছে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানান। আমি এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এই ধরনের ইনস্টিটিউটের তারিফ করতে হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

শিলিগুড়িতে চাঁদমনি চা বাগানের চাঁদমনি মেলা জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিব চতুর্দশীর দিন ভগবান শিবের পূজা উল্লেখযোগ্য, ফাল্গুন মাসের এই বিশেষ দিনে উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলা বসে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিলিগুড়ি সংলগ্ন চাঁদমণি চা বাগানের মেলা। মেলা চলে তিনদিন ধরে, তবে মেলার প্রথমদিন থাকে উপচে পড়া ভিড়। এই মেলার জন্য আশেপাশের এলাকার মানুষরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। শুধু শিলিগুড়ি বা সংলগ্ন এলাকার নয় দূর দূরান্ত থেকে অনেকেই এই মেলায় এসে থাকেন। এখানে রয়েছে একটি শিব মন্দির এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে বসে মেলা। গত দুই বছর করোনার কারণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে এই বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কারণে বেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলাকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার পুলিশ। ভগবান শিবের মাথায় জল ঢালতে এদিন সকালে ছিল লম্বা লাইন। অনেকেই দূর–দূরান্ত থেকে এসেছেন ভগবান শিবের মাথায় জল ঢালতে। ৮ থেকে ৮০ সকল বয়সিরাই এই মেলায় যথেষ্ট আনন্দ করে থাকেন। মেলায় রয়েছে বিভিন্ন বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, শিবের মাথায় জল দিয়ে সবাই মেলার আনন্দে মাতেন।

তুষারপাত সিকিমে রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারী তুষারপাত সিকিমে, রাস্তাঘাট বাড়িঘর বরফের পুরু চাদরে ঢাকা পড়েছে। সিকিমের লাচুং সহ বেশ কিছু এলাকা তুষারপাতের কবলে পড়েছে। সংলগ্ন এলাকাগুলির ঘরবাড়ি বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, আটকে পড়েছেন পর্যটকরা। প্রশাসনের তরফ থেকে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া গাড়ির ড্রাইভারদের রীতিমতো সতর্ক করা হয়েছে। তুষারপাতের দৃশ্য আবারও দেখতে পেয়ে পর্যটক মহল খুশি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই সিকিমের বেশ কিছু এলাকা চলছে তুষারপাত। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে পাহাড়ি এলাকায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু পাহাড় নয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর মিলেছে।

হাতির হানায় মৃত্যু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পপতিবার থেকে শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিন শিলিগুড়ি লাগোয়া রাজগঞ্জ ব্লকের সংলগ্ন এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। অর্জুন কুমার দাস বাইকে করে বাবার সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল, তার সিট পড়েছিল বেলাকোপা স্কুলে। জঙ্গল লাগোয়া রাস্তায় হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে আসে। অর্জুনের বাবা বাইক থেকে নেমে পালিয়ে যায়। কিন্তু অর্জুন পালাতে যাওয়ার সময়, হাতি তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এরপর তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে,এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব ওই মাধ্যমিক ছাত্রের বাড়িতে দেখা করতে যান। সেখানে তাদের পরিবারের সদস্যদের তিনি সমবেদনা জানান।

এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল, ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফ থেকে জানানো হয়েছে এদিন দুপুরে নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় নেপালে। নেপালের জুমলা থেকে ৬৯ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে। ভূপৃষ্ঠের থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। রিখটার স্কেল অনুযায়ী ভূমিকম্পের তীব্রতা ৪.৪। সম্প্রতি কিছুদিন আগে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল নেপালে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল পাঁচের উপরে রিখটার স্কেল অনুযায়ী। এদিন দুপুরে ফের আরেকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর সঙ্গে রাজধানী দিল্লিতে ও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হাতির হানায় মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি লাগোয়া রাজগঞ্জ ব্লকের মহারাজ ঘাট এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় হাতির হানায় মৃত্যু হয় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। সে ও তার বাবা বাইক করে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় জঙ্গল লাগোয়া রাস্তায় আচমকা দলছুট একটি হাতির আগমন ঘটে। পরীক্ষার্থীর বাবা বাইক থেকে নেমে গিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও। পরীক্ষার্থী অর্জুন দাসকে হাতিটি চাপা দেয়। এরপর গুরুতর যখম অবস্থায় এলাকাবাসীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক অর্জুন দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় ব্যাপক চঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব মৃত পরীক্ষার্থীর বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি তাদের সমবেদনা জানান। মেয়র আরো জানান আমরা পরিবারটির পাশে আছি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ ফেব্রুয়ারি– ৩ মার্চ, ২০২৩

মেষ রাশি : আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। জেদী মনোভাবের দরুণ স্বজনের সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সঙ্গে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় বেশি পান না করাই শ্রেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে চরম পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। স্বাস্থ্যহানির দরুণ স্বাস্থ্যখাতে অধিক ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদয়ের জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও অতিরিক্ত অর্থের ব্যয়ের সম্ভাবনা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফল লাভ। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : কাজকর্মে অমনোযোগিতার দরুণ ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিলাসবসনে ব্যয় বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ চরম পর্যায়ে। ঋণ দেওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় ও চাকরিতে শুভফল লাভ। অর্থের অপব্যয়।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১১ বার ও নমো নারায়ণের' জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রেও বিদেশ যেতে পারেন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সাবধানে চলাফেরা করুন। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : আলস্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। অন্যক্ষেত্র থেকে যেমন বিমা, শেয়ার অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর গৃহে কোনও শুভ অনুষ্ঠান। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওম ভাস্করায় নম জপ করুন।

কন্যা রাশি : দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১বার ওঁ বুবীয় নমঃ জপ করুন।

তুলা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখা প্রয়োজন। চুরি বা আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। বন্ধু বা গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গাড়ি ক্রয়ের পরিকল্পনা হলেও তা স্থগিত রাখাই ভালো। একাধিক পথে উপার্জন। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শুক্রবার বৃদ্ধাদের আহার দিন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তানের জন্য গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধানের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্রে থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক বা বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের বিরূপ আচরণে মানসিক অশান্তি। কর্মস্থলে কোনো মানহানি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গৃহে অনুষ্ঠান ও অতিথির আগমন।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১০৮ বার ওঁ গুরবে নম জপ করুন।

মকর রাশি : শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মানসম্মান বৃদ্ধি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

প্রতিকার : ৩৩ বার ওঁ মান্দায় নম জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। বায়ুপথে ভ্রমণ এড়ানোই ভাল। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভ। নামী কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গণেশায় নম জপ করুন।

মীন রাশি : জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায়িক সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। মাতৃকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে কোনো কাজে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ নম শিবায় জপ করুন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

নাম পরিবর্তন

ইংরাজী২৭/১২/২০২২ তারিখ থেকে মহামান্য 1st Class Judicial Magistrate এফিডেফিট বলে Sk Rasidul S/o Sk Raup থেকে Sk Rasidul S/o Sk Rauf নামে পরিচিত হলাম।

কাজের খবর

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৩৫ এমটিএস, বার্বার, কুক

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন হেড কোয়াটার্স ২২ মুভমেন্ট কন্ট্রোল গ্রুপ কুক, মশালচি, ওয়াশ্যারম্যান, বার্বার, মেস ওয়াটার, এমটিএস (সাফাইওয়ালা) ও এমটিএস (ম্যাসেঞ্জার) পদে ১৩৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক : উচ্চমাধ্যমিক পাশরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৪টি (জেনাঃ ৮, ইডব্লুএস ১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও বিসি১)।

স্টোরকিপার : উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। কম্পিউটারে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (জেনাঃ ১, ইডব্লুএস ১)।

সিভিলিয়ন মোটর ড্রাইভার (ওজি) : মাধ্যমিক পাশরা ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আর গাড়ি চালানোর কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূলমাইনে : ১৯৯০০–৬৩,২০০ টশকা। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ)।

লাইব্রেরি ক্লার্ক : উচ্চমাধ্যমিক পাশরা পাবলিক বা গভঃ লাইব্রেরিতে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। মূল মাইনে : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, ওবিসি ১)।

ফিটার জেনারেল মেকানিক (স্কিল্ড) : মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে ফিটার ট্রেডে ক্র্যাফটম্যানশিপ কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, ও বিসি ১)।

কার্পেন্টার (স্কিল্ড) : মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এক বচরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫টি (জেনাঃ ৪, ওবিসি ১)।

মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (এমটিএস) : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। আইটিআই পাশ হলেও যোগ্য। মূল মাইনে : ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪৮টি (জেনাঃ ১৪, ইডব্লুএস ৪, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ১, ও বি সি ১৩)।

লস্কর : মাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। মূল মাইনে ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৩টি (ইডব্লুএস ১, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৫, সিভিলিয়ন মোটর ড্রাইভার পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে আর অন্যান্য পদের বেলায় ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে বয়স গুনতে হবে ৪–৩–২০২৩'এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। তারপর হবে ট্রেড টেস্ট বা স্কিল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে। জেনারেল ইন্টেলিজেনস অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউট। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এই ওয়েবসাইটে : http://cme-pune.edu.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকা

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে হাওড়ার বামপগাছি শাখা, সাঁতরাগাছি শাখা, কলকাতা আর্মি পাবলিক স্কু, ফোর্ট উইলিয়ম প্রি–প্রাইমারী স্কুল ২০২৩–'২৪ সেশনের জন্য 'পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার' 'ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার', 'প্রাইমারি টিচার' ও 'কম্পিউটার ইন্সট্রাক্টর', ডান্স, যোগা, নার্স, কাউন্সেলর সহ অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা নিচ্ছে। চাকরি হবে চুক্তিতে। কোন শাখায় কোন কোন বিষয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকা নেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের হাওড়ার বামনগাছি শাখা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার, প্রাইমারি টিচার পদে সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মধ্যেমে শিক্ষক–শিক্ষিকা নিচ্ছে। ২০২৩–'২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য খালি পদে বা, ছুটিতে যাওয়া শিক্ষকের জায়গায় এই পদগুলিতে নেওয়া হবে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার নেওয়া হবে ইংরিজি, হিন্দি, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কমার্স, ইতিহাস, ইকনমিক্স, ভূগোল, কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে।

ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে : ইংরিজি, হিন্দি, সংস্কৃত, সোশ্যাল সায়েন্স, অঙ্ক।

পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার ও ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে ইন্টারভিউ হবে ১ মার্চ, বেলা ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (কম্পিউটার সায়েন্স), প্রাইমারি টিচার, কম্পিউটার ইন্সট্রাক্টর, নার্স, কাউন্সেলার ও অন্যান্য পদের বেলায় ইন্টার ভিউ হবে ৯ মার্চ, বেলা ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে। ইন্টারভিউয়ের দিন বায়োডাটা সহ ইন্টারভিউয়ের দিন বায়োডাটা সহ যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও স্ব–প্রত্যাহিত নকল আর অন্যান্য প্রমাণপত্র নিয়ে যেতে হবে। কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা বয়স ইত্যাদি পাবেন ওয়েবসাইটে : www.kvsangsthan.nic.in, http://bamangachi.kvs.ac.in.

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের হাওড়ার সাঁতরাগাছি শাখায় নেওয়া হবে এইসব পদে– ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, বায়োলজি, কমার্স, ইখনমিক্স, হিন্দি, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, কম্পিটার সায়েন্স। ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে : সায়েন্স, অঙ্ক, সোশ্যাল স্টাডিজ, হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত। প্রাইমারি টিচার, স্পোর্টস, কোচ, যোগা কোচ, ড্যান্স ও মিউজিক কোচ, নার্স, কম্পিউটার ইন্সট্রাক্টর, স্পেশাল এডুকেটর, এডুকেশনাল কাউন্সেলর ও বেঙ্গলি টিচার।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য সরাসরি ইন্টারভিউ হবে ৩ মার্চ, সকাল ৯টা থেকে। ওই দিন সঙ্গে নিয়ে যাবেন বায়োডাটাসহ যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যায়িত নকল। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে : www.santragachi.kvs.ac.in

কলকাতার আর্মি পাবলিক স্কুল ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (হিন্দি, কাউন্সেলর), প্রাইমারি টিচার, রিসেপশনিস্ট, কম্পিউটার ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে ১১ জন লোক নিচ্ছে। আর্মি ওয়েলফেয়ার এডুকেশন সোসাইটির নেওয়া অনলাইন স্ক্রিন টেস্ট (ওএসটি) পরীক্ষায় সফল প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য। দরখাস্ত করবেন পুরো বায়োডাটা দিয়ে। সঙ্গে দেবেন ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। 'Army Public School Kolkata' অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'Kolkata ' দরখাস্ত ডাকে বা হাতে হাতে জলমা দিতে পারবেন। তখন সঙ্গে দেবেন যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নক আর ড্রাফটের মূল। দরখাস্তের ফর্ম সহ বিস্তারিত তথা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.apskolkata.co.in

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের আদ্রা শাখা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার, প্রাইমারি টিচার, কম্পিউটার ইন্সট্র্যাক্টর ও অন্যান্য পদে সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে শিক্ষক–শিক্ষিকা নিচ্ছে। পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট টিচার, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার ও কম্পিউটার ইন্সট্রাক্টর পদের ইন্টারভিউ হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি আর অন্যন্যে পদে ২০ মার্চ। ইন্টারভিউয়ের দিন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও স্ব–প্রত্যাশিত নকলসহ অন্যান্য প্রমাণপত্র নিয়ে যেতে হবে। কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদি পাবেন এই ওয়েবসাইটে : https://adra.kvs.ac.in.

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম আর্মি প্রি–প্রাইমারি স্কুল টিচার, স্পেশাল এডুকেটর, ক্লার্ক, আয়া পদে ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম পাবেন ফোর্ট উইলিয়ম আর্মি প্রি প্রাইমারি স্কুল থেকে। কবে কোথায় প্রার্থী বাছাই হবে তা ই–মেল বা মোবাইলে জানানো হবে। ঠিকানা : Secretary, Fort William Army Pre-Primary School (FWAPPS). Kol-21.

৩৮ টেকনিশিয়ান

ঋষিকেশের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস 'মেডিক্যাল রেকর্ড টেকনিশিয়ান' পদে ৩৮ জন লোক নিচ্ছে। বিএসসি পাশরা যোগ্য। সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মেডিক্যাল রেকর্ড–এর কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৫,২০০–২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩৮টি (জেনাঃ ২১, ও বি সি১০, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। আগে যাঁরা দরখাস্ত করেছিলেন, তাঁদের আর দরখাস্ত করতে হবে না। প্রার্থী বাছাই করা হবে টেস্টের মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://alimsr22.online registrationform.org/AIIMSMR এজন্য বৈধ্য একটিই মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ৫০ কেবি'র মধ্যে জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি বাবদ ২,০০ টাকা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। প্রতিবন্ধী হলে ফি লাগবে না। এবার যাবতীয় তথ্য দিয়ে ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যায়িত নকল নিয়ে যাবেন।

শব্দবার্তা ২৩৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অন্তর্যামী, পরমেশ ৪। পাকা বাড়ি, অট্টালিকা ৬। উপবাস ৮। হয়রান অবস্থা ১০। ইনাম ১১। মুছতে লাগে ১৩। ভক্তি, বচন ১৪। সময়ক্ষেপ, সময় কাটানো।

উপর–নীচ

১। ২। বেহায়া ৩। কোনো ব্যক্তির পরিবর্তে যে স্বাক্ষর করে ৫। মন্দির ৭। দৃষ্টান্ত, উদাহরণ ৮। হিংসার প্রবৃত্তি বা আচরণবিশিষ্ট ৯। চূড়া, শীর্ষদেশ ১০। 'ওগো —, আনো সাজিয়ে বরণডালা'।

সমাধান : ৩৩৬

পাশাপাশি : ১। অভিধান ৪। চালান ৬। সাংবাদিক ৭। বীচি ৮। রতন ১০। সকল ১৩। ডাবু ১৪। কাঙাল খানা ১৫। জহর ১৭। প্রতিকার।

উপরনীচ : ১। অভিসার ২। ধারাবাহিক ৩। মালা ৪। চাকর ৫। নবীন ৯। তরলমতি ১০। সবুজ ১১। লকার ১২। দানাদার ১৬। হরি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

চিকিৎসা গাফিলতিতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠলো। সাতেরো ফেব্রুয়ারি দুপুরে বমি, পায়খানা উপসর্গ নিয়ে পানুরিয়া গ্রামের বন্দনা মন্ডল নামে এক মহিলাকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি মারা যায় বন্দনা। চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ করেছে মৃতের পরিবার। মৃতের ছেলে রানা মন্ডল বলে ১৭ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ভর্তি করার পর রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ভিডিও কলে আমার বৌ, মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছে মা। রাতে মাসি ছিল। বাড়াবাড়ি হওয়ায় মাসি নার্সকে ডাকলে নার্স এসে ইনজেকশন দিলে মা নেতিয়ে পড়ে। ডাক্তারের দেখা মেলে নি। হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। হাসপাতাল সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন মৃতের ছেলে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি বেনেপুকুরপাড়া সবজি মার্কেটে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রে হঠাৎ আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দমকলে খবর দেয়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পাঁচটি দোকান। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। নিজের দোকানে শুয়ে ছিল জিদান দাস নামে এক যুবক। অগ্নিদ্বগ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করে দমকলকর্মীরা। রাতেই অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় জিদান।

কৌশিকের জমি বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিয়োগ দুনীতি মামলায় মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানা এলাকার কৌশিক ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। সিউড়ি থেকে বক্রেশ্বর যাওয়ার রাস্তায় পাতাডাঙ্গা এলাকায় কৌশিক ঘোষের উনত্রিশ কাঠা জমির হদিস মিলল। শিবপ্রসাদ মণ্ডল কৌশিক ঘোষকে জমিটি বিক্রি করেছিল বলে জানা গিয়েছে। শিবপ্রসাদ মণ্ডলের ছেলে বিশ্বনাথ মণ্ডল বলেন, রেজিস্ট্রির সময় কৌশিক এসেছিল তখন দেখেছিলাম। পাথরচাপড়িতে তৃণমূল এক যুব নেতার আশ্রয়ে এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছিল বলে জানায় স্থানীয় বাসিন্দারা। তখন কৌশিকের নাম জড়িয়েছিল অবৈধ বালি কারবারে।

একরাতে ৩ মন্দিরে চুরি চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার রাতে সিউড়ি ১নং ব্লকের অন্তর্গত তিন মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটলো। তিন মন্দির হল – আগরের মনসা মন্দির, লক্ষ্মীর জনার্দন মন্দির, বরিয়াহাটের নারায়ন মন্দির। সোনা রুপোর গয়না, পৈতে চাঁদির সাপ সহ মূর্তি চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা। সোমবার সকালে ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ।

বোমা বিস্ফোরণে জখম ৪ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বল ভেবে খেলতে গিয়ে বুধবার বিকেলে বোমা ফেটে জখম হলো চার শিশু মল্লারপুর থানার খরাশিনপুর গ্রামে। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গ্রামের পাশেই চাষের জন্য থাকা জলের পাম্পে খেলতে গিয়ে বোমা রাখা প্যাকেটে পা পড়লে এমন ঘটনা ঘটে বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনাস্থলে যায় মল্লারপুর থানার পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক শিশুকে ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দুর্গাপুর মিশন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এইঘটনায় দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেড কোয়ার্টারস অভিষেক রায়।

কুলতলিতে হাঙর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের কুলতলি থেকে উদ্ধার হওয়া প্রায় ৬ ফুট লম্বা হাঙরকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে খবর, সুন্দরবনের কুলতলির কেল্লা আন্দারিয়া পিয়ালী নদীর চরে মাছের জালে আটকে যায় হাঙরটি। মৃত অবস্থায় হাঙরটিকে থেকে উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা বনদপ্তর এর হাতে তুলে দেয়। হাঙরটিকে দেখতে বহু মানুষের ভিড় জমে কেল্লা এলাকায়।

কবর খুঁড়ে ময়নাতদন্ত নাবালিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃত্যুর চার দিন পরে কবর থেকে তোলা হল দেহ। আর এই দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। গত ২১ ফেব্রুয়ারি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম শ্যামনগরে ১৭ বছরের রাইমা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। কবর দেওয়া হয় দেহটিকে। পরে গত শুক্রবার বারুইপুর ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ মেনে ওই নাবালিকার মৃতদেহ কবর থেকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠালো জয়নগর ১ নং ব্লক ও জয়নগর পুলিশ প্রশাসন।

কবর থেকে দেহ তুলতে এদিন জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস, জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী সহ পুলিশ ও প্রশাসনের উপস্থিতিতে ওই নাবালিকার মৃতদেহ কবর থেকে তুলে এদিন ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

ত্রিকোণ প্রেমে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ত্রিকোণ প্রেমের জেরে আত্মঘাতী হল ১৯ বছর বয়সের স্মৃতিকণা মণ্ডল। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভৌমিক পার্কের বাসিন্দা স্মৃতিকণা মণ্ডল সোনারপুর কামরাবাদ স্কুলের একাদশ শ্রেণীতে পড়তো। যে ছেলেটির সম্পর্কে অভিযোগ তার নাম বাবুসোনা হালদার। সেও একইসঙ্গে পড়াশোনা করত। অভিযোগ বাবুসোনা অন্য আরেকটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। তার এই আচরণ স্মৃতিকণা মানতে পারেনি।

এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে মাঝের মধ্যেই অশান্তি লেগে ছিল। অবনতি হয় তাদের সম্পর্কের। তুমুল ঝগড়া হয় দুজনের মধ্যে। তারপরেই মোবাইল ফোনে ভিডিও কল করে গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই স্মৃতিকণা। আত্মঘাতী ছাত্রীর বাবা অভিযুক্ত যুবক বাবুসোনা হালদারের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আশেপাশের লোক ডেকে এনে দরজা ভেঙে দেখা যায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে স্মৃতিকণা। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতার মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

অশনি–সুনীল দ্বৈরথে বারাসতে শাসক শিবিরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সিরাজ উদ্যান যাকে ঘিরে দ্বন্দ্ব চরমে।

উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শহর বারাসত। অনেকদিন ধরেই এখানে বারাসত পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বনাম বর্তমান পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সংঘাত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য উভয়েই শাসক দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ফলে এই দ্বৈরথকে কেন্দ্র করে গোটা বারাসত জুড়ে শাসক শিবিরে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কিছুদিন আগে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের পর তা প্রকাশ্যে আসে। শাসকদলের উপরতলার নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে তা নীরবতা লাভ করলেও শেষ হয় না।

সম্প্রতি বারাসতে চাঁপাডালি মোড় সংলগ্ন সিরাজ উদ্যানকে কেন্দ্রকরে তা আবার প্রকাশ্যে চলে আসে। বারাসতে সিরাজ উদ্যানের নির্মানে দুর্নীতি নিয়ে বারাসত পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় তদন্ত কমিশন বসানোর পর, বারাসতের পুকুর ভরাট নিয়ে গর্জে উঠলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। তিনি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সাংবাদিকদের বলেন, 'সিরাজ উদ্যান নিয়ে তদন্ত কমিশন বসানোর অর্থ আমাকে হেয় করা।' এই সঙ্গে তিনি জানান, বারাসতে তার ওয়ার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে অবাধে পুকুর ভরাট। সুনীলবাবু বলেন 'সিরাজ উদ্যান নির্মাণ কমিটির সঙ্গে তো উনিও যুক্ত ছিলেন। ফলে যদি কোনও কাজ খারাপ হয়, তবে তো তার দায় তো বর্তাবে কমিটির উপর। কোনও বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে তো ইঞ্জিনিয়ার সই করবেন, তারপর ফিনান্স অফিসার সই করবেন, তারপরে আমি পুরপ্রধান সেই বিল ছাড়ব। ফলে তদন্ত কমিশন বসানোর কারণটা আমার অজানা। ২০২১ সালের পর মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত পার্ক খুলে দেবার নির্দেশ দিলেও সিরাজ উদ্যান আজও খোলা হল না। আর বর্তমান পুরপ্রধানের আমলে যে কত পুকুর ভরাট হয়েছে তা আপনারা তদন্ত করলেই জানতে পারবেন।' এ প্রসঙ্গে পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, বারাসতে কোনও পুকুর ভরাট হচ্ছে না। যদি পুকুর ভরাট হচ্ছে, এমন তথ্য তিনি সামনে আনতে পারেন, তবে অবশ্যই আমরা তদন্ত করব। কারণ তিনি আমাদের বোর্ডের অন্যতম সদস্য।' সিরাজ উদ্যান বন্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মূলতঃ আলোর সমস্যার জন্যেই সিরাজ উদ্যান বন্ধ রয়েছে। কারণ এই পার্ক খুললে অন্ধকারের জন্য কোনও অঘটন ঘটতে পারে। তাই বারাসতবাসীকে সুরক্ষা দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এক্ষেত্রে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব উভয়ে অস্বীকার করলেও বারাসতের শাসক শিবির যে দ্বিধাবিভক্ত একথা মানছেন স্থানীয় প্রায় সমস্ত তৃণমূল কর্মীরাই।

এ প্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাম আমলে এই সিরাজ উদ্যানকে তৎকালীন সাংসদ চিত্ত বসুর তহবিলের টাকা দিয়ে তৈরি নেতাজী পার্ক তৃণমূলের আমলে রাতারাতি সিরাজ উদ্যান হয়ে গেল। নেতাজীর মূর্তিটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই অনৈতিক কাজকে সেদিন যারা সমর্থন করেছিলেন, আজ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, সেই কর্মকাণ্ডের দায়তো তাদেরকেই নিতে হবে।' পুকুরভরাট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বারাসতে বামফ্রন্ট পুরবোর্ড চলে যাবার পর থেকে পুকুর ভরাট শুরু হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস মিত্র বলেন, 'যে দলের কোনও নীতি–আদর্শ নেই, শুধুমাত্র আখের গোছানোর জন্য যে দলটা তৈরি হয়েছে, সে দলে তো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে ঝামেলা বা দ্বন্দ্বটা হচ্ছে সেটা ভাগ–বাটোয়ারা নিয়েই। সুনীলবাবুর আমলে ভাগ কম হয়ে যাবার জন্যেই আজ তিনি তদন্ত কমিশন বসাচ্ছেন, এমনও হতে পারে। সুনীলবাবুর যে দাবি, জলা জমি বন্ধ করে প্রোমোটারি কায়েম হচ্ছে। এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে তিনি হাই কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তারপর রাতারাতি কোনও অদৃশ্য কারণে বিষয়টা চাপা পড়ে যায়। তাই সুনীলবাবু জলাজমি ভরাটের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। আসলে সবটাই লেনদেন এবং ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব। একে কেন্দ্র করেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, জখম ৩

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। গুরুতর আহত হয়েছেন আরো ৩ জন। মৃতের নাম পৃথা মণ্ডল (১৬)। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে বারুইপুর থানার অন্তর্গত ধোষা–গোচরণ রোডের পূর্ব পাঁচগাছিয়ার মোল্লা পাড়া এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, জখমদেরকে কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কাষ্টগোড়া গ্রামের। রবিবার রাতে কালিপুজো উপলক্ষে বাইক এ করে মাসির বাড়িতে

যাচ্ছিল ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সঙ্গে ছিলেন কাকা খোকন রায় ও কাকিমা পাপিয়া রায় ও তাদের ৫ বছরের ছেলে। বাইক চালাচ্ছিলেন খোকন রায়। আচমকা একটি গাড়ির সঙ্গে পাঁচগাছিয়ার মোল্লা পাড়া এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনা গুরুতর জখম হয় বাইকে থাকা ৪জন। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। অন্যদিকে, রাতের অন্ধকারে সুযোগ বুঝে ঘাতক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। ঘাতক গাড়ি সহ চালককে ধরতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মহকুমা হাসপাতালে কুকুর বিড়ালের অবাধ বিচরণ,অতিষ্ট রোগী ও তাদের আত্মীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন এলাকার বৃহত্তম সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। এই মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিনই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য হাজার হাজার রোগীরা আসেন। হাসপাতালে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পেলেও রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের অভিযোগ, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অন্দরে যত্রতত্র অবাধ বিচরণ করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কুকুর ও বিড়াল। বিভিন্ন সময়ে রোগীদের বিছানায় ও বসার জায়গায় কুকুর বিড়াল বিশ্রাম নিচ্ছে। কখনও কখনও

রোগীর খাবার খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি কুকুর বিড়াল হাসপাতালের অন্দরে ও বাইরে বেপরোয়াভাবে ঘোরাঘুরি করায় ভয়ে আতঙ্কে থাকেন রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনেরা। যেকোনো সময়ে বিপদ ঘটে যেতে পারে বলে রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের অভিযোগ। মহকুমা হাসপাতালে কুকুর বিড়ালের দাপটের বার্তা পৌঁছে যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের কানে। হাসপাতালে কুকুর বিড়ালের অবাধ বিচরণের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, হাসপাতাল সুপারকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানিয়েছি। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুরেশ সরদার। তিনি জানিয়েছেন অভিযোগ পেয়েছি। কুকুর বিড়াল তো মেরে ফেলা যাবে না। যাতে করে হাসপাতালের ভিতর ও বাইরে কুকুর বিড়াল প্রবেশ করতে না পারে শীঘ্রই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

হুগলী নদীর তীরে আরও এক টুকরো বেলুড় মঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব তিথিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বাহিরকুঞ্জ গ্রামে হুগলী নদীর তীরে দ্বারোদ্ঘাটন হল আরও এক টুকরো বেলুড় মঠের। হাওড়া জেলার হুগলী নদীর তীরে ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণে বেলুর মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বজবজের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী এম কে রায় (মিহির কুমার রায়) শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। বেলুড় মঠের আদলে তিনি আরও এক টুকরো বেলুড় মঠ স্থাপন করলেন। গত ২২ ফেব্রুয়ারি রায়পুর স্বদেশী মেলার মাঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার পুরুষ মহিলা হরিনাম সংকীর্তন, বাউল, নৃত্য, ঢাক–ঢোল মৃদঙ্গের তালে সকালে শোভাযাত্রা করে মন্দির প্রাঙ্গণে আসে। মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ দেখে মানুষের মন শান্ত হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা মায়ের বাণী সম্বলিত ছবি মনে ভক্তিভাব আনবে। প্রায় ১০ হাজার মানুষ প্রাতঃরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। মঞ্চে ছিল ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় বাউল গানে মানুষ মুগ্ধ হন। ছিল বাজির প্রদর্শনী। মিহিরকুমার রায় জানালেন, প্রতিদিন মন্দির খোলা থাকবে সকাল ৮টা থেকে ১০টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। আগামী দিনে এখানে থাকা ও দুপুরে ভোগের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি জানান এখানে সকলকে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বেলুড় মঠের নিয়মানুযায়ী মন্দিরের কর্মসূচি রূপায়িত হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অথচ মন্ত্রীদের ফলাও প্রচার– দুর্নীতি দমন করবই

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আজকাল দেখা যাচ্ছে হাটে বাটে মাঠে যেখানেই মন্ত্রীরা যাচ্ছেন সেখানেই জোর গলায় ঘোষণা করছেন– এ সরকার দুর্নীতি দমন করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেও তাঁরা ভুল করেন না– যেমন পুলিশ দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার– মিঃ ফিলিপ, রিলিফ দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ মণ্ডল এছাড়াও আছেন বিভিন্ন দপ্তরের বিচারাধীন অভিযুক্তের সংখ্যা তথ্য।

দুর্নীতির ব্যাপক অর্থ বাদ দিলেও সাধারণ ভাবে যা বুঝি তা হল দরিদ্র জনসাধারণের দেয় অর্থ আত্মসাৎ করে, যারা ভোগ বিলাসে বিভোর হয়ে থাকে তাদেরই আমরা দুর্নীতির ধারক বাহক বলেই জানি। সেই তালিকায় যে কোন ব্যক্তিকেই পাকড়াও করা হোক না কেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন দেখা যায় অমলাচক্রের যোগ সাজসে এক শ্রেণীর ধান্দাবাজ লোক লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করছে এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টিতে তা তুলে ধরলেও যখন তৎপরতার কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না তখন কি মনে হতে পারে? হয় মানসিক দুর্বলতা আছে নতুবা পর্দার অন্তরালে বোঝাপড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তার নজীর আলিপুর জজ কোর্টের সরকারী উকিল। যিনি যোগ সাজসের সরকারী অর্থ ভাণ্ডারের লাখ লাখ টাকা কি ভাবে আবেদনকারীকে পাইয়ে দেন তার এক তথ্যচিত্র তুলে ধরা সত্ত্বেও আজও তিনি সেই পদেই সগর্বে সমাসীন।

হরিজনদের কথা কি বলব, শ্রীমাণিক চ্যাটার্জী তার ভাষণে ক্ষুদ্র সামর্থ্যের উল্লেখ করে বলেন, সরকারের সহযোগিতা হরিজনদের দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবী পূরণে কিছুটা সাফল্য লাভ করা গেছে। বর্তমানে ৩০টি পরিবারের বসবাসের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ত্রিতল বাড়ীর এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় একতলা শেষ হয়েছে এবং ১০টি পরিবার এখনই আশ্রয় পাচ্ছে।

বিল হচ্ছে। এই অপকর্মের সন্ধান করতে গিয়ে কনট্রাকটর, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্র ধরে যে চিত্র উৎঘাটন করেছি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে সমস্ত প্রশাসন জুড়ে কি পরিমাণ লুট চলছে। দেশের কল্যাণের নামে শুরু হয়েছে কোটি কোটি টাকার কর্ম যজ্ঞ। সরকারের এই কর্ম যজ্ঞের যারা অন্যতম রূপকার তারা হলো– ইরিগেশন, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, পিডব্লিউডি, সিএমপিও, সিআইটি, সিএমডিএ, সিএমএসএ, সিপিডব্লিউডি এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠান কাজ তুলছেন ঠিকাদার কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে।

সকলেই জানেন সর্বনিম্ন টেণ্ডার প্রদানকারীকেই কাজের দায়িত্ব ভার দেওয়া হয়। কিন্তু নেপথ্য ঘটনা আলাদা কন্ট্রাকটর গ্রুপের সঙ্গে প্রত্যেক দপ্তরের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই মধুর সম্পর্কের ফলে চাপরাশি পিয়ন থেকে শুরু করে একেবারে সর্ব্বময় কর্তা পর্যন্ত মোট অঙ্কের উপর প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভাগ আছে। যেমন এক লাখ টাকার কাজে ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট পাবে ৫০০ টাকা, ওভারসিয়ার পাবে ১০০০ টাকা, এ্যাকাউন্টস পাবে ১০০০ টাকা, এ্যাসিস্টেন্ট এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা পাবে ২৫০০ টাকা করে এবং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পাবে ৩০০০ টাকা। চাপরাশি পিওনদের যে যা দিতে পারে। খোদ মহাকরণে চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সেক্রেটারী পর্যায়ে যাঁরা আছেন তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

এই প্রথা কন্ট্রাক্টর মহলে সর্বজন বিদিত। তাই পুরানো কন্ট্রাকটররা যখন টেন্ডার দেন তখন এইসব খরচ ধরে নেন। যাঁরা নবাগত যেমন ইদানিং কিছু কিছু বেকার ইঞ্জিনিয়ার, যৌথ কোম্পানী খুলে কাজ করতে নেমেছেন তাদের হয়েছে মুস্কিল। বহু ক্ষেত্রে পুরোনো কন্ট্রাক্টরদের সাথে হচ্ছে বিরোধ। এ্যাকাউন্টস দপ্তর দিচ্ছে ব্যাগড়া, পরিদর্শকরা ভেঙ্গে দিচ্ছে তৈরি কাজ, সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের জটিলতা। ফলে তাদেরও এক হয়ে ব্যবস্থা প্রথার মাধ্যমে কাজে নামতে হচ্ছে। একজন কন্ট্রাক্টর আমাদের জানালেন তারা শুধু টেন্ডার জমা দিয়েই রোজগার করছেন। অর্থাৎ টেন্ডার জমা দেওয়ার মাঝখানে বেশ কয়েক হাজার টাকা কমিশন আদায় হচ্ছে, যে কন্ট্রাকটর কাজ ধরেছে তার কাছ থেকে। এইরকম সিমেন্ট চুরি, মাপ বাড়ানো, টেণ্ডার কারচুপি, অফিসার খুন ইত্যাদি বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমাদের দপ্তরে এসেছে যা থেকে বোঝা যাচ্ছে। ব্যবস্থাপ্রথার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা জনস্বার্থের নামে কতিপয় ব্যক্তির পকেটে গিয়ে জমা পড়ছে।

এই ঘটনা অল্প বিস্তর সব দপ্তরেই ছড়িয়ে আছে। যাদের সঙ্গে বোঝা পড়ায় গণ্ডগোল হচ্ছে তারাই কেবল ধরা পড়ছে আর যারা সব লাইন ঠিক করে– কাজগুছোবার ক্ষমতা রাখে তারা প্রকাশ্যেই হুমকী দেয়– টাকা ঠিকমত না দিলে বিল পেমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হবে। অবশ্য কিছু কিছু এখনও সৎ অফিসার আছেন যাঁরা জেনেশুনে সব অপমান অপবাদ হজম করছেন তার কারণ একদিকে ঘুষ গ্রহণে তাঁরা যেমন অপারগ তেমনি উপর মহলের চাপের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মত শক্তিও তাঁদের নেই ফলে নীরব সাক্ষী হিসাবে সহ্য করতে হচ্ছে সব কিছু। মন্ত্রীদের নাকের ডগায় যখন এইসব ঘটনা ঘটে চলেছে তখন দুর্নীতি দমন করবার প্রতিশ্রুতির সদম্ভ ঘোষণা হাস্যকর নয় কী?

৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭৩, ১লা চৈত্র, ১৩৭৯, বৃহস্পতিবার

ডোমজুড়ে আবর্জনার স্তূপ

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া ডোমজুড় নামটি শুনলেই প্রথমে যেটা মনে হয় এখানে স্বর্ণ শিল্পের কথা। দক্ষ কারিগর আর তাদের তৈরি সুন্দর গহনা দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। এই ডোমজুড়ে 'ধণশ্রী' সিনেমা হল থেকে কিছুটা দূরেই ডোমজুড়ে আমতা মেন রোডের ধারে (দক্ষিণ ঝাপড়দহ) গড়ে উঠেছে ডোমজুড় স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাষণ ও ব্যবহারিক কেন্দ্র। ২১ ফেব্রুয়ারি এই প্রকল্প কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী। এটি ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করে এই কেন্দ্রে জমা করা হবে। এলাকার মানুষ এই প্রকল্পকে স্বাগত জানায়। কারণ ডোমজুড়ের মতো এমন জনবহুল এলাকায় যত্র তত্র ময়লা পড়ে থাকার চেয়ে তা যদি প্রশাসনের থেকে এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় তা খুবই ভালো কথা। প্রথমে সমস্ত বর্জ্য প্রকল্প কেন্দ্রের মধ্যে (প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অংশে) জমা করা হতো। এখন তা রাস্তার দুপাশে স্তূপ করে জমা করা হচ্ছে। তা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। জায়গাটি জনবহুল এলাকা থেকে কিছুটা দূরে হলেও বর্তমানে ধীরে ধীরে জনবসতি বেড়েছে। পথ চলতি মানুষ থেকে এলাকাবাসী সকলের দাবি রাস্তার ধারে জমা হওয়া বর্জ্য যদি কেন্দ্রের ভিতরে জমা করা হয় তা হলে খুব ভালো হয়। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা বর্জ্য যেমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তেমনি শেয়াল কুকুরে তা রাস্তার উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। এলাকাবাসী ও পথ চলতি মানুষের দাবী এই প্রকল্প যেমন সকলের প্রয়োজন আছে তেমনি এই বর্জ্য সঠিক জায়গায় না ফেললে ভবিষ্যতে এ থেকে দুর্গন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগও ছড়াতে পারে। কখন প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় সেই অপেক্ষায় ডোমজুড়বাসী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২৫ ফেব্রুয়ারি – ৩ মার্চ, ২০২৩

প্রতিমার প্রতি এই উপেক্ষা কেন?

পুজোর পর দেবদেবীরা পথের ধারে। দীর্ঘদিনের এই দৃশ্যদূষণ আজ মহানগরীর বাসিন্দাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা শহরতলির অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। কালী ঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকুর, গণেশ ঠাকুর পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই রাস্তার দুপাশ ফুটপাত জুড়ে বিক্রিবাটা চলে। পুজোর দিন প্রতিমাগুলি যেগুলি ভক্তদের বাড়িতে পৌঁছল না সে গুলিকে নিতান্ত অযত্নে মেট্রোরেলের ব্রিজের তলায় ফেলে রাখা হয়। কোনও মহলেই কোনও প্রতিবাদ হয় না। দৃশ্য দূষণের পাশাপাশি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগা সত্ত্বেও।

এই দেবদেবীদের প্রকাশ রাজপথে পড়ে থাকাতে সাধারণ মানুষের খারাপ লাগলেও কিছু না বলার অন্যতম কারণ ইদানিংকালে জল দূষণের দোহাই দিয়ে পুকুরে গৃহস্থের পুজো করা প্রতিমা নিরঞ্জনে নিষেধাজ্ঞা জারী করা। পাড়ার রাস্তার মোড়ে, পুকুরের পাড়ে, গাছের তলায় পুজো করা লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, কালী, সরস্বতী ঠাকুর ফেলে রাখা হয়। প্রচার করা হয় যে পুজো করা ঠাকুরকে নাকি গাছ তলায় রেখে দেওয়া ভাল বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে। যদিও শাস্ত্রীয় বিধান মতে পুজোশেষে ঘট বিসর্জন দেওয়ার বিধি তৎসত্ত্বেও চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা প্রতিমার জলাশয়ে ভাসিয়ে দেওয়ার বিধান যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

গঙ্গায় দুর্গা ভাসানের সময় কলাবৌ সহ পুজোর দ্রব্যাদি ভাসান দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। এমনকী ঠাকুর বিসর্জনের প্রায় সাথে সাথেই জল থেকে তুলে ডাঙায় ক্রেনে করে রেখে দেওয়ার মতো দৃশ্য প্রতি বছর দেখতে হয়। পুরসভার আবর্জনার গাড়িতে পুজোর ফুলগুলি চলে যায় ধাপাতে। সঠিক ভাবনা চিন্তার অভাবে এমন কাজ দিনের পর দিন চলছে। ছট পুজোর ফুল ইত্যাদি জলাশয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা চালু হওয়াতে সমস্যা বেড়েছে। এমন কী এক সময় এ নিয়ে আইন লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটেছে রবীন্দ্র সরোবরে।

শাস্ত্র মতে বিসর্জন দেওয়ার অধিকারের পাশাপাশি জলাশয় পরিষ্কার রাখার তৎপরতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। যে ঠাকুরকে পুজোর আসনে বসিয়ে পুজোর পাশাপাশি উৎসব অনুষ্ঠান হয় সেই ঠাকুরকে পুজো শেষে পথের ধারে ফেলে রেখে কোন মূল্যবোধের বার্তা নতুন প্রজন্ম তথা সমাজের কাছে যায় তা অবশ্যই ভাবার প্রয়োজন।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হোক, যা কম বেশী সব রাজনৈতিক দলগুলিই অভ্যস্ত। তবু সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিকদের ধর্মীয় অবমাননাকে দিব্যি চোখ বুজে দেখে যাওয়ার মধ্যে যে মলিনতা, যে অবৈজ্ঞানিক ভাবনা কাজ করছে তা সংশোধন হওয়া জরুরি। দেবদেবীদের পথের ধারে অযত্নে উপেক্ষায় পড়ে থাকার মধ্যে দিয়েই যেন সমাজের কঙ্কালসার চেহারাটা সামনে চলে আসে। অনেকটা প্রয়োজন শেষে বৃদ্ধাশ্রমে মা–বাবাকে নির্বাসনে পাঠানোর মতো। হিন্দুত্ববাদী অনেক দল, অনেক সংগঠন আছে, তাঁরাও দিনের পর দিন পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে বহু মানুষের ধর্মীয় সংস্কারে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত আঘাত দিয়ে চলেছেন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘বৈরাগ্য প্রকরণ’

কি করুণ সে জীবনধারণা নানা ব্যধি বিষধর সর্পের মত জরাকালকে বেষ্টিত করে। জরার উদয়ে মৃত্যু–মর্কট সহসা সবেগে দেহ বৃক্ষে আরোহন করে শীর্ণ পত্র–শাখাদি ছিন্ন–ভিন্ন করে দেয়। এমন যে জীবন, তাতে আগ্রহী হই কিভাবে?

রাম বললেন, সংসার কূপে পতিত বিমূঢ় জীব কল্পনাবশে রাগ–দ্বেষসহ নানা ভেদজ্ঞানে বিভোর হয়ে ভ্রমময় হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা বিবেকী, তাঁরা এই জগতে কোনভাবে আস্থান্বিত হন না। এই সংসারে অসার কল্পনা ও সুখ–বাসনা উদিত হয়ে অজ্ঞজীবকে অবশেষে হতাশ করে। জগতে এমন কোন পদার্থ নেই যা কালের খাদ্য নয়। কাল সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী। কালের রূপ অদৃশ্য। কিন্তু দিন, বৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক উপাধিতে প্রকটিত হয়ে সমস্তকিছুকে গ্রাস করে। সমস্ত উদরস্থ করেও কালের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই কাল দেব–দানব–নর–রুদ্র–মহেন্দ্র–ব্রহ্মাদি অথবা শূন্যরূপে অবস্থান করেন। অবশেষে কল্পান্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কালের গ্রাসে বিধ্বংস হয়। সৃষ্টি–স্থিতি–লয়, জীবনের শুভাশুভ কর্ম, কর্মানুসারে জীবের স্বর্গনরক ভোগ ইত্যাদি সমস্তই ক্রুর, কঠোর, চঞ্চল বিশেষ কালের প্রভাবাধীন। সর্বসংহারক হলেও কালকে কেউ সংহার করতে পারে না। তিনি গতি–স্থিতি–উদয়–অন্তাদির অতীত। কার্য্য ও কারণ দুই মূর্তিতেই কাল বর্তমান। কার্যরূপে কাল দৃশ্যমান ও খণ্ড, কিন্তু কারণরূপে তিনি অপরিমিত এবং অলক্ষ্য। মানুষের দুর্ভাগ্য–সৌভাগ্য, চাঞ্চল্য–স্থৈর্য্য, লোভ–মোহ প্রভৃতি কালের গর্ভে নিহিত থাকে। তৃণ হতে সবিশাল পর্বত কালের দ্বারা উদিত হয় আবার নিমেষের মধ্যে লয় পায়। বালকের খেলার সামগ্রীর মত তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে ধূলাখেলায় নিমগ্ন। চন্দ্র–সূর্য্য, দেবতা–প্রাণী সংহার করেও কিন্তু কালের কোন আক্ষেপ নেই। যাবতীয় কার্য্যরূপে যে খণ্ড–কাল, তাঁর নিরুন্তর ক্রিয়ায় পদার্থের সৃষ্টি–স্থিতি–লয়। ইনিই দৈব নামে পরিচিত, ক্রিয়াই তাঁর স্বরূপ। জীবের কর্মফল প্রদান করা তাঁর প্রধান কাজ। কৃতান্তরূপী কালের ক্রিয়াশক্তির নাম নিয়তি। উত্তম দেবলোক হতে পাতাল, সর্বত্রই নিয়তির কার্য এবং তা অপ্রতিরোধ্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

কণ্ঠরোধে মোদী একা নয় অনেক দোসর আছে

নির্মল গোস্বামী

শিল্পের স্বাধীনতা থাকাটা জরুরি। কিন্তু স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করবে কে? তাই নিয়েই পৃথিবী জুড়ে কম হৈ চৈ হয়নি বা আজও হচ্ছে না। আমাদের দেশে বার বার শিল্পী ও তার শিল্প নিয়ে তর্ক বিতর্ক অতীতে যেমন হয়েছে তেমনি বর্তমানেও হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষ কোনদিনই শিল্পের দোষগুণ বিচার করে উচকিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়নি। প্রতিবাদটা হয় দ্বিস্তরীয়। এক রাষ্ট্রীয় স্তরে, আর দুই ধর্মীয় স্তরে। তবে প্রতিবাদ যে স্তরেই হোক না কেন তার পিছনে, রাজনীতির ফয়দা তোলার অঙ্কটা থাকেই। অর্থাৎ কোন বই বা নাটক বা সিনেমা এমন কি গান নিয়েও বাদ প্রতিবাদ যখন হয় তখন বুঝতে হবে কোন সম্প্রদায়ের ভোট ভাগে আসবে এই বিচারের মাপ কাঠিতেই তা মাপা হয়। ধর্ম, জাত, সম্প্রদায় ইত্যাদির বাহ্যিক তকমা যাই থাকুক না কেন আসলে তা ভোটের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

বর্তমানে গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে বিবিসির তৈরি একটা তথ্য চিত্র ভারতে দেখানোর চেষ্টা হয়। আর কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ভারতে যাতে প্রচার না হয় তার জন্য নানান প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই মোদীর বিরুদ্ধে ডান–বাম সব এক জোট হয়ে সোচ্চার হয়েছে প্রতিবাদে। ভাবখানা এমন যেন এই প্রথম ভারতবর্ষে কোন শিল্পের কণ্ঠরোধ করা হল। স্বাধীন ভারতবর্ষে যেন কোন দিন এই রকম ঘটনা ঘটেনি। কোন দিন আমরা কোন শাসক কোন রকম প্রচারের কণ্ঠরোধ করেনি। তাই মোদী সরকার এই চরম অগণতান্ত্রিক, বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। যুক্তি অকাট্য। মোদীর ইমেজ যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্য বিবিসির তথ্য চিত্র দেখতে দিতে নারাজ।

প্রথমত বলি যে মোদীর ইমেজ যা খারাপ হবার তা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালেই হয়েছিল। তারপরও তিনি ও তার দল পরপর দুবার ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। ফলে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ভোট ব্যাঙ্ক হারাবার ভয় মোদী ও বিজেপি দলের নেই। ফলে দল ও নেতার ইমেজ রক্ষার জন্য বিবিসি তথ্যচিত্র বন্ধ করেছে সরকার এ যুক্তি ধোপে টেঁকে না। এখন উল্টোদিকে প্রশ্ন করা যেতে পারে ২০ বছর পর কেন গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে তথ্য চিত্র তৈরির প্রয়োজন হল বিবিসি–র? ধনী মার্কিন ধনকুবের সোর্সের ফান্ডিং নেই তো এই তথ্য চিত্র তৈরিতে? ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় ভারতীয়দের আস্থা আছে। গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বছরের পর বছর ধরে মামলা চলেছে। ২০ বছর পর মোদীকে দাঙ্গায় উৎসাহ দাতা হিসাবে দেখিয়ে বিবিসি কি বার্তা দিতে চাইছে ভারতবাসীদের? বিবিসি চাইছে ভারতের স্থিরতা নষ্ট হোক। হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা হোক। তাতে রাজনীতি থেকে অর্থনীতির গতিপথ রুদ্ধ হোক। দেশের বাইরে ভারতবর্ষের মুখে চুনকালি পড়ুক। কারণ ভারত দ্রুত বিশ্বে নিজেকে ‘শক্তিশালী নেশান’ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। করোনা মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকা বিশ্বে বন্দিত হয়েছে।

ভারতের ইমেজে কেউ ইচ্ছাকৃত কালি ছিটাবে আর ভারত সরকার তা বসে বসে দেখবে, সম্প্রীতির পরিস্থিতি নষ্ট হবে, আর ভারত সরকার চুপ করে থাকবে– সেটাই কি কামনা করছে বিরোধীরা? আমার তো মনে হয় যদি অন্য দলের সরকার থাকত দিল্লিতে তারাও এই তথ্যচিত্র চলতে দিত না।

আমাদের দেশের ঘটনা যে সমস্যার সমাধান এখনও পর্যন্ত হল না সেই বাস্তব ঘটনা নিয়ে তৈরি সিনেমা ‘কাশ্মীর ফাইল’ কে না দেখানোর দাবি এই বিরোধীরাই তুলে ছিল? কেন তুলে ছিল? না যুক্তি ছিল এক ধর্মের মানুষের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে দেশে। সেই একই যুক্তি কি বিবিসির তথ্যচিত্রের বেলায় খাটে না? এখানে একটা রাজনৈতিক লাভ আছে মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য খড়কুটো যা পাওয়া যায় তাকেই আঁকড়ে ধরে বিরোধীরা।

ভারতে একাধিক ধর্ম থাকলেও বিরোধ হয় হিন্দু আর মুসলিমদের মধ্যে। কোথাও হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হল মিডিয়া প্রচণ্ড সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমতঃ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে না। যতটা সম্ভব দাঙ্গার খবর চেপে যায়। কারণ অন্য স্থানের মানুষরা যাতে প্রভাবিত না হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হাতিয়ার করে কেন যথাযথ সংবাদ পরিবেশন করা হয় না? কোন সম্প্রদায়ের কত জন মরল বা কোন সম্প্রদায়ের কত বাড়িঘর লুট পাট হল ভাঙচুর হল অগ্নি সংযোগ হল– এ সব খবর ডিটেলসে কেন প্রচার করা হয় না? আমাদের রাজ্যে ধুলাগাড়িতে যে এক তরফা আক্রমণ হয়েছিল একটি সম্প্রদায়ের উপর তার প্রচার বাংলার কোন মিডিয়া কেন করল না? কারণ সরকার বাধা দিয়েছিল। দিল্লি নিউজ চ্যানেলগুলোর প্রচারের জন্য সব মানুষ ঘটনার কথা জেনেছিল। গত পুজোর সময় খিদিরপুরে যেভাবে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হয়েছিল তার কোন খবর প্রকাশ করতে দেয়নি সরকার। কারণ ঘটনার অভিঘাত যাতে না ছড়ায়, এটাকে সকলেই মেনে নেয়। এই ঘটনা নিয়ে কেউ বলে না যে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নেই। সব রাজ্যে সব সরকারই পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করে? শুধু বিজেপি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই দোষ হয়।

ইন্দিরা গান্ধী যে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। কারণ হিসাবে বলেছিলেন দেশের বিপদের আশঙ্কা আছে বিরোধীদের থেকে। তাই সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছিলেন আইনি পরিসরের মধ্যেই।

বামেদের রাজ্যত্বের সময়ে তসলিমার বই, সলমন রুশদির বই ‘দ্য স্টাটেনিক ভার্সান’ নিষিদ্ধ করলেন বুদ্ধবাবু। কেন? একজন বিদশে লেখক তার ধর্মমত বিশ্বাস নিয়ে বই লিখেছে। তাতে ভারতের কি আসে যায়? কোন হিন্দু তো ইসলামকে গালমন্দ করে বই লেখেনি? তবু সে বই এই রাজ্যে বন্ধ হল। এটা কোন ফ্রিডমের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে তা জানতে ইচ্ছা কারো কারো বাক স্বাধীনতার থেকে দেশের ঐক্য অখণ্ডতার প্রশ্নের গুরুত্ব অনেক বেশি। দেশের ঐক্য এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ নষ্ট হতে পারে এমন খবর সম্প্রচার সব সরকারই আটকাতে চায় কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায় সরকারের উপরই থাকে। এটা যে নতুন করে মোদী আমদানি করেছে তা কিন্তু নয়। কংগ্রেসরা উৎপল দত্তের নাটক বন্ধ করেছিল। বামেরা পশুখামার নাটক চলতে দেয়নি। তৃণমূল সরকার প্রজাপতির জন্য নন্দন দেয়নি। ফলে এক মোদী নন্দ ঘোষ নয়। আমরা যে যার সুবিধা বা স্বার্থের জন্য ঘটনা প্রচার করি বা চেপে যাই। সকলেই গুজরাট দাঙ্গার কথা বলে কিন্তু গুজরাটে দাঙ্গার উৎস গোধরার গণহত্যার কথা উহ্য রাখে। আমরা ভুলে যাই যে যখন বিজেপি দল এবং মোদীর জন্ম হয়নি তার শত শত বছর আগে থেকে ভারতে হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা হয়ে আসছে। ৪৬–এ জিন্না বা মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট একশনের ডাকে ক্যালকাটা কিলিং সংগঠিত হয়েছিল। তা যদি ভুলে যেতে পারি গুজরাট পারব না কেন?

ভাষা শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান

উজ্জ্বল সরদার

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, সকলের কাছেই বিশেষ শ্রদ্ধার দিন। বাংলা ভাষা এমনি ভাষা, যে ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার ঢাকায় কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণ দিয়েছে। ভাষার ভিত্তিতে একটি দেশের জন্ম আর ভাষার জন্য এতো বলিদান পৃথিবীতে আর কোন দেশ তেমন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে নি। বাংলাদেশ তো অবশ্যই আমাদের এপার বাংলাতেও এই দিনটি বিশেষ শ্রদ্ধার সাথেই পালন করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবনের প্রান্তিক অঞ্চল বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি গ্রামের মোল্লা পাড়ায় এই দিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় একান্ত আপন ক্লাব ও স্থানীয় গ্রামবাসীবৃন্দ। এই বছর তাদের অনুষ্ঠান দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। উদ্যোক্তাদের আয়োজন ও আন্তরিকতা ছিল বিশেষ মনকাড়া।

এইদিন সকাল নয়টা নাগাদ ভাষা শহীদবেদীতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল বাশার। তাঁর দেওয়া স্বাগত ভাষণ সত্যই মুগ্ধ হয়ে শোনার মতোই। এদিন চুনাখালির এই বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ক্যানিং মহকুমা আরক্ষা আধিকারিক শ্রী দিবাকর দাস, প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্ল্যা, বিখ্যাত চিত্রকর ক্ষিতীশ বিশাল সহ অন্যান্য গুণীজনেরা। মূল অনুষ্ঠান মঞ্চের ডান দিকে একটি মঞ্চ উৎসর্গ করা হয়েছিল তুরস্ক–সিরিয়ায় ভূমিকম্পে নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশে, ঐ মঞ্চ আলো করে বসে ছিলেন স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাবৃন্দ। এখানে উদ্যোক্তারা শহীদদের স্মৃতিতে একটি রক্তদান শিবিরের ও আয়োজন করেন যেখানে কয়েক শতাধিক মানুষ রক্তদান করেছেন। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শিক্ষক সমাজসেবী আব্দুল মাজিদ মোল্লা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, “বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এই ভাষার জন্য যারা বলিদান দিলেন তাঁদের স্মৃতিতে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আমরা সুন্দরবনের প্রান্তিক অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও সমগ্র সুন্দরবনাঞ্চলে যে বিশেষ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পেরেছি তা আমাদের কাছে আনন্দের। অন্তত গ্রামের মানুষের কাছে আমাদের মাতৃভাষার কিছু কথা তো পৌঁছে দিতে পারছি। আগামী দিনেও এই প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে।”

অমর একুশে’ প্রতিবাদসভা এআইএসইসি’র

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে যথোচিত মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।এদিকে অন্যতম ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই দিনটিকেই প্রতিবাদ সভা রূপে বেছে নিয়েছিল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি (এআইএসইসি)। এদের ডাকে মঙ্গলবার দেশব্যাপী আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় শামিল হয়েছিলেন এই বঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষজন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের স্টেশন রোডে আয়োজিত এমনই একটি প্রতিবাদ সভা থেকে দেশজুড়ে সুকৌশলে সর্বত্র হিন্দিকে মাধ্যম করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ইংরাজির গুরুত্ব হ্রাসের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠল। একইসঙ্গে উদ্যোক্তারা এদিন ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। কাটোয়ার এই সভায় উপস্থিত বরিষ্ঠ সাংবাদিক দীপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংস্কৃতিক কর্মী অপূর্ব চক্রবর্তী প্রমুখ তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া ভাষা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পৌরহিত্যে সম্প্রতি গঠিত সংসদীয় কমিটি সরকারি ভাষা নিয়ে কতকগুলি সুপারিশ করেছে। যাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে ফের ভাষা সংক্রান্ত জটিল সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা।তাদের মতে হিন্দিকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতমূলক, স্বেচ্ছাচারপূর্ণ, উদ্ধত ও হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আচরণের পরিচয়।ভাষার আধিপত্য বাদ ও অন্ধআবেগের প্ররোচনা বা বিভেদ সৃষ্টি করে নির্বাচনী সুবিধা তোলাই কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের প্রধান লক্ষ্য।তারা কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভাষা নীতিকে বিপজ্জনক রূপে বর্ণনা করে অবিলম্বে এটা প্রত্যাহার সহ বৈজ্ঞানিক ও সময়োপযোগী দ্বিভাষা নীতি অর্থাৎ নিজ নিজ মাতৃভাষা ও ইংরাজি চালু রাখার দাবিতে সরব হয়েছে। একইসঙ্গে উল্লেখ্য, মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসার কারণেই ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে অকালে ঝরে গিয়েছিল কত তরুণ তাজা প্রাণ। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণচঞ্চল শহর ঢাকার আকাশ বাতাস কাঁপানো বরকত–সালামদের দৃপ্ত হুঙ্কারে সেদিন খুনি শাসক হিংস্র হয়ে উঠেছিল।একসময় হিংস্র শাসকের বিশাল বাহিনীর রাইফেল থেকে ছুটে আসা শত শত বুলেট ফুঁড়ে দিল প্রতিবাদীদের হৃদয়গুলি। ভাষা শহিদদের তাজা রক্তে ভেসে গিয়েছিল সেদিনের ঢাকার রাজপথ।প্রাণের ভাষা মাতৃভাষা। বঙ্গদেশে সেই বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাঁরা জীবনপণ লড়াই করেছিলেন তাঁদের অবদানের কথা সভ্য সমাজ কোনওদিনও ভুলতে চায় না। তাই ‘অমর একুশে’ ভাষা শহিদদের স্মরণ করে বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষার বন্দনা গান গেয়ে ওঠে বর্তমান প্রজন্ম।

দেশ দেশান্তরে

দেউলিয়া পাকিস্তান

দ্বিজাতি তত্ত্বে ভারতবর্ষ থেকে ভাগ হয়ে ১৯৪৭ সালেই অনেকটা সম্পদ হারিয়েছিল পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে ফের দ্বিখণ্ডিত হয়ে আরও কিছুটা সম্পদহীন হয়ে পড়ে দেশটা। এর পরেও সুষ্ঠ পরিচালনায় দেশ গড়ার পরিবর্তে ভারত বিরোধিতা, সন্ত্রাস, জঙ্গি, জেহাদ লক্ষ্য হয়ে পড়ে পাকিস্তান পরিচালকদের। এর ফলে আর্থিক সংকট নিত্য সঙ্গী হয়ে পড়ে পাকিস্তানের। আর তাকে সামাল দিতে শর্তের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে কখনও আমেরিকা কখনও চিনের কাছে ঋণের জন্য দ্বারস্থ হতে হয়েছে পাকিস্তানকে। ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়েছে সংকট। মোশারফের আমল থেকেই মাথা চাড়া দিয়েছে মুদ্রাস্ফীতি মূল্যবৃদ্ধি। তবু সাবধান হয়নি পাকিস্তান। দেশের মানুষের মুখে খাবার জোগানোর বদলে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। ভারতকে দেখাতে পাল্টা পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করেছে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। খাবি খেতে খেতে আজ দেহ রাখতে চলেছে পাকিস্তানের অর্থনীতি।

চলতি অর্থ বছরে গড় মুদ্রাস্ফীতির হার হয়েছে ২৫.৪ শতাংশ। যা এক বছর আগেও ছিল ১০.৩ শতাংশ। ভোক্তা মূল্য সূচক গত জানুয়ারিতে ২৭.৫ শতাংশ বেড়েছে যা ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, পাকিস্তান টাকার মূল্য ৩৫ শতাংশের বেশি কমে গিয়েছে, কমে গিয়েছে পাকিস্তানবাসীর ক্রয় ক্ষমতাও। অর্থনীতিবিদ ইউসুফ নাজা জানিয়েছেন, পাকিস্তানে বর্তমানে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ৪০ শতাংশ যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এটাই পাকিস্তানের দরিদ্র মানুষকে অনাহার ও ভিক্ষার প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর ধারণা আগামী দিনগুলো আরও কঠিন হবে। পাকিস্তান এতোটাই করুণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে যে, বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো সেদেশে তাদের ব্যবসা বন্ধ করতে চলেছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে ফলে তারা কাঁচা মাল আমদানি করতে পারছে না। স্টক এক্সচেঞ্জের একটা বিবৃতিতে বলা হয়েছে সুজুকি মোটর তার একটি উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছে। গান্ধার টায়ার অ্যান্ড রাবার কোম্পানি যারা টায়ার টিউব তৈরি করে তারা ১৩ ফেব্রুয়ারি তাদের প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি সার, ইস্পাত, টেক্সটাইল বিষয়ক কোম্পানিগুলোও তাদের কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রেখেছে। আরিফ হাবিব লিমিটেডের রিসার্চ এবং ইনভেস্টমেন্টস্–এর প্রধানের মতে এই বন্ধ্যা উন্নয়নকে বাধাপ্রাপ্ত করবে এবং বেকারত্ব বাড়াবে। পাকিস্তানে এখন এক লিটার দুধের দাম ২৫০ টাকা। মুরগির দাম প্রতি কেজি ৭৮০ টাকা, বোনলেস মুরগি বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ১০০০ থেকে ১২০০ টাকায়। এমন অবস্থায় পাকিস্তানবাসীর কাছে আর একটা দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ইতিমধ্যে পাকিস্তান নিজেকে দেউলিয়া বলে জানাতে শুরু করেছে। আইএমএফ–এর দ্বারস্থ হয়েছে আর্থিক সাহায্যের জন্য। কিন্তু তাতে যেসব শর্ত নেমে আসবে তা পাকিস্তানের ভবিষ্যতকে মোটেই উজ্জ্বল করবে না।

অন্যদিকে, এই টানা–পোড়েনের সুযোগে পাকিস্তানে বাড়তে পারে জঙ্গি কার্যকলাপ। এমনকি পরমাণু অস্ত্র লুটপাট হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। ফলে প্রতিবেশি দেশ ভারত সহ আমেরিকা ইউরোপ পাকিস্তানকে নিয়ে ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার কর্মকর্তারা পাকিস্তানে গিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যাতে কোনও ভাবেই পরমাণু সন্ত্রাস না ছড়ায় পৃথিবীতে। এসবের পাশাপাশি এখন সব কিছু ভুলে দরিদ্র পাকিস্তানবাসীর পাশে দাঁড়ানোটাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য পৃথিবীর। সেই অপেক্ষাতেই অপেক্ষা করছে মানবতা।

ছিন্ন হল গাঁটছড়া

পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিশ্চিত করতে ২০১০–এ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে ‘নিউ স্টার্ট’ চুক্তিতে সই করেছিল রাশিয়া। ২০২১–এর ফেব্রুয়ারিতে তার মেয়াদ ফুরনোর ঠিক আগে চুক্তি পুর্নর্নবীকরণের ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। অথচ রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের পর পরিস্থিতি পালটে গেল। সেই ‘নিউ স্টার্ট’ গাঁটছড়া থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। আমেরিকা একে নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছে। অথচ বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর ৫ বছরের জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। পুতিনের এই ঘোষণার পর সেই চুক্তি আজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। এর ফলে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেল বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। আসলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক কিভ সফর মোটেই ভালোভাবে নেয়নি রাশিয়া। সেখানে দাঁড়িয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বাইডেন। পাল্টা পুতিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে পিছু হটবে না রাশিয়া। এমনকি এই যুদ্ধ বাধানোর জন্য মার্কিন নেতৃত্বাধীন নেটোকেই দুষেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

বিশ্বের পরমাণু শক্তির ৯০ শতাংশই রাশিয়া ও আমেরিকার কব্জায়। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী রাশিয়ার হাতেই রয়েছে সব থেকে বেশি পরমাণু অস্ত্র। যা গোটা পৃথিবীকে বেশ কয়েকবার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে, আমেরিকার হাতেও রয়েছে বিপুল পরমাণু অস্ত্র। এই দুইয়ের টক্করে ফের একটা বিশ্ব যুদ্ধ আসন্ন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে বিশ্ববাসী।

এদিকে পুতিনের এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে খোদ রাশিয়াতেও। অনেকেরই ধারণা বর্তমানে স্নায়ুর রোগের পুতিনের ক্ষমতা কমতে পারে। আদৌ এই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি খারিজ টিকবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

–**প্রণব গুহ**

সাগর ব্লকে দুয়ারে ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের কর্মরত মহিলা হোস্টেল জিলাপি মোড়ে শুরু হল দুয়ারে ডাক্তার কর্মসূচি। এই কর্মসুচি চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পিজি হাসপাতালের ২১ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত আছেন। যাতে করে দীপাঞ্চলের মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন তাই এই কমসূচি নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় গরিব ও দুঃস্থ মানুষদের জন্য এই কর্মসূচি নেওয়া হল। যাতে করে গ্রামে থেকেই পিজির মতো নামী হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে বিশিষ্ট ডাক্তারদের চিকিৎসা পরিষেবা মানুষ পেতে পারে।

উওর দূর্গাপুরে শৌচালয় নির্মাণ করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর তার আগে পঞ্চায়েত এলাকায় বাকি থাকা কাজ গুলো শেষ করছে শাসক তৃনমুল।সোমবার জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে জয়নগর ১ নং ব্লকের উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের লাইব্রেরীর মোড়ে সুলভ শৌচালয়ের উদ্বোধন হয়ে গেল।

এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, উৎপল রায় নস্কর,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আনিসুল আনাম মোল্লা, হরিনারায়ণ পঞ্চায়েত প্রধান প্রবীর সরদার,উপপ্রধান মোস্তাকিন আহমেদ, শিক্ষক জাহাঙ্গীর সেখ সহ আরো অনেকে।এদিন এব্যাপারে জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে সামনে রেখে প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় কাজ চলছে।আমরা মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে জানি।২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে।পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আনিসুল আনাম মোল্লা বলেন,এলাকার ব্যবসাদার ও সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে প্রতিটা পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই সুলভ শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হল।রক্ষনাবেক্ষন অবশ্য এলাকার মানুষকে করতে হবে।

জোকা–তারাতলা মেট্রো পরিষেবা কেন ফ্লপ হচ্ছে

কুনাল মালিক : গত শুক্রবার বিকাল ৪টা নাগাদ দোতালা সমান সিঁড়ি ভেঙে বেহালা বাজার মেট্রো স্টেশনে উঠলাম। যাব শেষ প্রান্তিক স্টেশন জোকায়। ২০ টাকার টিকিট কাটলাম। ঝাঁ চকচকে স্টেশনে উঠেই চোখ ছানাবড়া। বিশাল স্টেশন জুড়ে আমাকে নিয়ে মাত্র চারজন যাত্রী। ৪টে ১০ নাগাদ জোকার দিকে থেকে একটা ট্রেন এসে থামল। নামল দু–তিন জন যাত্রী। প্রায় শূন্য ৮ কোচের ট্রেন তারাতলার দিকে চলে গেল। সাড়ে চারটে নাগাদ ওই ট্রেনটাই ফিরে এল। উঠলাম ট্রেনে। বগিতে মাত্র দুজন যাত্রী ছিলেন। বেহালা চৌরাস্তা, সখের বাজার, ঠাকুরপুকুর হয়ে ট্রেন থামল জোকায় পৌনে পাঁচটার একটু আগে। সব মিলিয়ে জোকায় ৩০ জনের মতো যাত্রী নামলেন।

এত ঢাকঢোল পিটিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বহু দিনের স্বপ্নের জোকা–তারাতলা মেট্রো পরিষেবা শুরু হল। কিন্তু যাত্রী কোথায়? তাহলে প্রকল্পটাই কি ফ্লপ হয়ে গেল? যাত্রী কেন হচ্ছে না। এই প্রশ্নের জন্য অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারা যা জানালেন তা তুলে ধরলাম।

প্রথমত : স্টেশনে পৌঁছোতে এত সিঁড়ি ভাঙতে অনেকেই অভ্যস্ত নন। লিফট থাকলেও তা অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত : ট্রেনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ডাবল লাইন থাকলেও বর্তমানে একটা লাইনে একটাই ট্রেন যাতায়াত করে। মানুষের এখন হাতে অত সময় নেই। তাছাড়া ভাড়াটাও বেশি। তৃতীয়তঃ সকাল ১০টা–১২টা পর্যন্ত ট্রেন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। আবার ৩–৫টা পর্যন্ত চলে। অনেক সময় যাত্রীরা ট্রেন বন্ধের সময় এসে নিরাস হন। অনেকে আবার জানালেন, ট্রেন পরিষেবা নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। যাত্রী সাধারণের মনে দ্বিধা–দ্বন্ধ কাজ করছে। ফলে অনেকেই অটোর ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া শনি–রবিবার পুরোপুরি ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। অনেক যাত্রীই ক্ষুব্ধ। জোকা–তারাতলা মেট্রো পরিষেবাকে আরো স্বাভাবিক এবং যাত্রী সাধারণের কথা ভেবে বেশ কিছু পরিষেবা চালু না করলে যাত্রী সংখ্যা বাড়া মুশকিল আছে।

বাওয়ালী পুরাতন বাগান গ্রামবাসী বৃন্দেরশিবদূর্গা পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ ফ্রেব্রুয়ারি বাওয়ালী পুরাতন বাগান গ্রামবাসী বৃন্দের পূর্ণ সহযোগিতায় পুরাতন বাগান ফুটবল ক্লাব মাঠে শিব চর্তুদশী উপলক্ষে সারারাত্রি মহাধূমধামে শিবদূর্গা পূজা আয়োজিত হয়।

বিশিষ্ট অতিথি বর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চক্–কাশীপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ – স্বামী প্রেমগোপালপুরী মহারাজ। উনি শিব–দূর্গা পূজার প্রচলন কিভাবে হয় সেই সর্ম্পকে বক্তব্য রাখেন।

উপস্থিত ছিলেন বজবজ–এর বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ–২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, ক্রীড়াবিদ অবিনাশ রুইদাস, শিক্ষাবিদ কৃষ্ণেন্দু সামন্ত, সমাজকর্মী কৌশিক দাস ও সরিতা দাস পাল, চিত্র সাংবাদিক অরুন কুমার লোধ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। শিব–দূর্গা পূজা কমিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের সকলকেই সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মিতালী শিশু সংগঠনের ভাই–বোনেদের নৃত্য ও সাঁই সংগঠনের ভজন পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কাঞ্চন মন্ডল।

ছবি :অরুণ লোধ

গঙ্গা পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার

নমামী গঙ্গে প্রকল্পে রাজ্যজুড়ে সচেতনতামূলক পথ নাটিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের নমামী গঙ্গে প্রকল্পে গঙ্গা দূষণ রুখতে দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচার চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই প্রচার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এ রাজ্যের নদী তীরবর্তী বেশ কিছু ব্লক ও পুরসভা নমামী গঙ্গে প্রকল্পের উদ্যোগে স্কিল ওয়্যার এডুকেশন প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা গঙ্গা দূষণ রুখতে বিভিন্ন ব্লকে একটি পথনাটিকা পরিবেশন করছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি বজবজ–২ নম্বর ব্লকের হুগলি নদী তীরবর্তী বুড়ুল ফেরিঘাটে এবং বাওয়ালীর সঞ্চিতা কলাভবন প্রাঙ্গনে গঙ্গা দূষণ রুখতে একটি সুন্দর পথনাটিকা পরিবেশিত হয়। দুজন মহিলা ও দুজন পুরুষ অভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে গঙ্গা দূষণ রুখতে পথ নাটিকার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে নেয়। নাটকের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় সেগুলি হল– পূজার ফুল, পাতা ও অন্যান্য সামগ্রী নদীর জলে অথবা ঘাটে যত্রতত্র না ফেলে পুরসভা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন। প্লাস্টিক বর্জ্য, থার্মোকল ও অন্যান্য সামগ্রী নদীর জলে অথবা ঘাটে না ফেলে সুনির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন। প্রতিমা বিসর্জনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিমার কাঠামো, খড়, অন্যান্য সামগ্রী জল থেকে তুলে সুনির্দিষ্ট জায়গায় রাখুন। মূর্তির কাঠামো ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রতিমা শিল্পীদের কাছে পাঠান। শৌচকর্মের জন্য সর্বদা শৌচালয় ব্যবহার করুন। নদীতে বিভিন্ন গৃহস্থালি কর্ম কাপড় কাচা, বাসন ধোয়ার গবাদি পশুর স্নান করানো থেকে বিরত থাকুন। কোনো ধরনের বর্জ্য কখনোই নদীর ঘাটে পোড়াবেন না। কোনো মৃত পশুর দেহ নদীর জলে অথবা ঘাটে ফেলবেন না। মুদ্রা আমাদের জাতীয় সম্পদ, জাতীয় সম্পদ নদীতে দান করবেন না। নদীর গতিপথ অবরুদ্ধ করে জীব বৈচিত্র্যে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। নদীর পাড়ে শৌচকর্ম করবেন না। শেষে নাট্য কুশিলবরা বলেন, সেদিনই আমাদের পথ নাটিকার সার্থকতা আসবে,যেদিন আমাদের আর আপনাদের সতেন করতে পথ নাটিকা করতে হবে না। গঙ্গা পরিষ্কার রাখা হোক আমাদের অঙ্গীকার। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নমামি গঙ্গে প্রকল্পে ১২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

বাগদা বিডিও অফিসে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদা ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বাগদা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে। এদিন গুরুত্বপূর্ণ ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে ব্লক জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মিছিল সহকারে বিডিও অফিসে এসে এই ডেপুটেশন জমা দেন। তাদের দাবি, প্রকাশিত আবাস যোজনার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম রয়েছে। ঘর পাবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত হয়নি। বরং অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম তালিকায় রয়েছে। তাই উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে যে বার্ধক্যভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার আবেদন নেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে দলবাজি হচ্ছে। নিরপেক্ষভাবে যাতে এই আবেদন জমা দেওয়া যায়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি প্রকৃত ব্যক্তিরা যাতে পরিষেবা পান তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হেলথ অফিসারকে কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকার মানুষের সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ রাখেন না উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কমিউনিটি হেলথ অফিসার। বারুইপুর ব্লকের ফুলডুবি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিদর্শনে গিয়ে কমিউনিটি হেলথ অফিসারকে এই কারণে কড়া বার্তা দিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার।

গত বুধবার দিদির সুরক্ষা কর্মসূচিতে বারুইপুরের রামনগর ১ পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়েছিলেন বিধায়ক বিভাস সর্দার। সেখানে গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ শোনেন তিনি। এরপর উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে আশা কর্মী, নার্সদের কাজ খতিয়ে দেখেন বিধায়ক। অনেকে অভিযোগ করেন, এই উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুপুর তিনটের পরেই বন্ধ হয়ে যায়। বিধায়ক এই সমস্যা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান কাহার সর্দার।

পুকুর ভরাট রুখতে

একের পাতার পর

রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, আমি চেয়ারম্যানের নির্দেশেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে তখন রড নিয়ে মারার জন্য তাড়া করা হ য়েছিল। ছবি তুলতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। ঘটনার পর থেকে আমি পরিবার নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে আছি। সমস্ত ঘটনা দুই নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা পাপিয়া হালদারের সামনেই ঘটেছে।

ডাক্তারি ফি'তে নজরদারি

একের পাতার পর

বাইরে নন বলে বিভিন্ন সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। বছর চারেক আগেও কলকাতার একাধিক স্বনামধন্য চিকিৎকের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার ফি ছিল ৯০০–১২০০ টাকা। বর্তমানে আনুপাতিক হারে সেই ফি কোথায় গিয়ে চড়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এককালে বর্ধমান শহরের খোশবাগ এলাকাকে এশিয়ার বৃহত্তম ডাক্তারপাড়া বলা হত। এখনও অনেক ডাক্তারবাবু রয়েছেন যাঁরা যেনতেন প্রকারেণ বর্ধমান খোশবাগ মহল্লায় একটা প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। বর্ধমান শহরের এই এলাকাতেও বহু ডাক্তারদের ফি বেশ চড়া। ৫০০ টাকার নীচে ফি চিন্তা করা তো দিবাস্বপ্ন। পূর্ব বর্ধমান জেলার আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহর কাটোয়া এবং কালনাতেও ডাক্তারবাবুদের প্রাইভেট চেম্বারের পাশাপাশি প্যাথলজি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার সহ ওষুধপত্র কেনাবেচার রমরমা কারবার চলছে। কাটোয়া শহরে একাধিক চিকিৎসক গত জানুয়ারি মাস থেকে তাঁরা প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার ফি ৪০০ টাকা নির্ধারণ করেছেন। এছাড়াও রোগীকে পরীক্ষার জন্য একটুআধটু যন্ত্র ধরতে হলেই সেই ডাক্তারবাবুদের ফি বাবদ খরচ আরও কিছুটা বেড়ে যাচ্ছে।পাশাপাশি বিভিন্ন শহর এবং বর্ধিষ্ণু জনপদগুলিতে ওষুধের দোকানগুলিতে মোটা টাকা ফি নিয়ে নিয়মিত প্রাইভেট চেম্বার করছেন বহু চিকিৎসক। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল দোকান থেকে সামান্য একটা জিনিস কিনলেও যেখানে কার্যত বিল পাওয়া যায় সেখানে ডাক্তারবাবুরা মোটা টাকা ফি নিলেও রোগীকে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনও বিল দেন না। এছাড়াও বিভিন্ন হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ওষুধপত্রের কোম্পানি সহ দোকান, প্যাথলজি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির সঙ্গেও একশ্রেণীর ডাক্তারদের মোটা অঙ্কের কমিশন ভিত্তিক আর্থিক সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে।

এককথায়, চিকিৎসা পরিষেবামূলক গোটা ব্যবস্থাটাকে কেন্দ্র করেই একটা মোটা অঙ্কের কারবার চলছে সর্বত্র। এদিকে সেই কারবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা চিকিৎসকদের একটা বিরাট অংশও প্রতিনিয়ত ফুলেফেঁপে উঠছেন। যদিও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার ঢক্কানিনাদ রয়েছে ঠিকই। তবে, এখনও বিভিন্ন কারণেই সাধারণ ছাপোষা মানুষগুলির অনেককেই চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে যেতে বাধ্য হন। আর এখানেই তো তাঁদের কাছ থেকে অতি কষ্টের পয়সাটুকু নিংড়ে নেওয়ার সুযোগে থাকেন কেউ কেউ।তবে, এই শোষণমূলক এবং অনৈতিক কার্যকলাপের বাইরেও এখনও হাতে গোনা কয়েকজন ডাক্তারবাবু রয়েছেন যাঁরা পেশায় চিকিৎসক হয়েও অর্থের পাহাড়চূড়ায় ওঠার স্বপ্ন দেখেননি।সেবা করে মানুষের মুখের হাসি দেখাতেই তাঁদের আনন্দ। তাঁরাই এই ঘুণধরা সমাজের ছাপোষা মুমূর্ষু মানুষগুলির কাছে ঈশ্বরের অবতার।

ব্যান্ডেলের সর্পবিশেষজ্ঞ চন্দন সাপ ধরার কৌশলে নজির সৃষ্টি করে চলেছেন

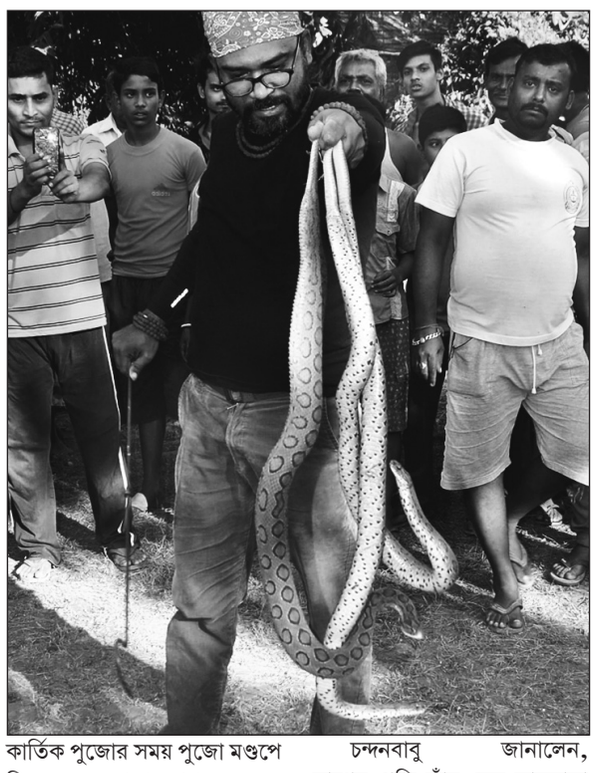

মলয় সুর : সাপ চন্দন বা সাপ রাজা নামেই এলাকায় পরিচিত। তাঁর পুরো নাম চন্দন ক্লেমিং সিং। খ্রিস্টান পরিবারের ছেলে। বয়স ৫৩ বছর। জেলায় সর্পপ্রেমী হিসাবে তাঁর প্রচুর নাম ডাক রয়েছে। চন্দনের বাড়ি হুগলির ব্যান্ডেলের মেরী পার্কে। তাঁর নেশা হল মারাত্মক বিষধর সাপকে রক্ষা করা এবং প্রকৃতির বুকে ছেড়ে দেওয়া। এই সাপ ধরার কাজে তিনি একেবারে ওস্তাদ। এজন্য কোনো জায়গা থেকে খবর এলে তিনি সব কাজ ছেড়ে সেখানে পৌঁছে যান। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং জীবনকে মৃত্যুর সঙ্গে বাজি রেখে কারুর বাড়ির সাপ ধরে আনেন। আবার আঘাত প্রাপ্ত সাপ হলে তা বাড়িতে রেখে নিজেই সেবা শুশ্রূষা করে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। জীবনে তিনি বহু বিষধর সাপ রক্ষা করেছেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি এঙ্গাসের মসজিদ এলাকায় মুসলিম পরিবারের বাড়িতে সাড়ে ৯ ফুট ময়াল সাপ ধরেন। দেওয়াল খুঁড়ে অক্ষত অবস্থায় বার করে নিয়ে গিয়ে চুঁচুড়ার বনদপ্তরের কর্মীদের হাতে তুলে দেন। তবে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে বাঁশবেড়িয়ায় কার্তিক পুজোর সময় পুজো মণ্ডপে বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ চন্দনকে কামড়ায়। সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতে হয়। সেই সময় ভগবানের অসীম কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন।

চন্দনবাবু জানালেন, সাপের প্রতি তাঁর স্নেহ ভালবাসা ছোট্টবেলা থেকেই। যখন সে ব্যান্ডেলের সেন্ট জনস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। স্কুলের যাবার পথে দেখে কয়েকজন মিলে একটি জলঢোঁড়া সাপ মারছে। তাঁদের কাছ থেকে আধমরা সাপটি নিয়ে আসেন বাড়িতে। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসা করে সুস্থ করে পুকুরে ছেড়ে দেন। ছেলের এই অদ্ভুত খেয়াল দেখে বাবা–মা কখনও বাধা দেননি। তাঁর বাবা টল সিং (৮২) ব্যান্ডেলের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী ছিলেন। মা অনিমা সিং। স্ত্রী সোমা স্টেলা সিং শিক্ষিকা। একমাত্র মেয়ে জিঠা সিং এবারে ব্যান্ডেল অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তাঁদের পরিবারের উৎসাহ ও প্রেরণাতে রাজ্যের নানা প্রান্তে সাপ ধরতে যান। এবিষয়ে চন্দনবাবু জানালেন, কালাজ সাপ কামড়ালে মানুষ একদম বুঝতে পারে না তবে এই সাপ দংশন করলে শরীরে কয়েকটি লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মানুষের চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়। একথায় শিবনেত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। কথা জড়িয়ে যায়। সারা শরীর বিষিয়ে যায়। তখন হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে এনে অ্যান্টি ভেনাম সিরাম প্রয়োগ করতে হবে। কালাজ ছাড়াও এই ধরনের বেশ কয়েকটি বিষধর সাপ রয়েছে। যেমন– ডোমনাচিতি, সাদাচিতি, শিওরচাঁদ। শিয়ালদহ আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টকসিকোলজি বিভাগে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সাপের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া সে সুদূর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলে নাগরাকাটা, হাসিমারা আবার ডুয়ার্সের দিকেও সাপ ধরার জন্য যান।

সবচেয়ে উল্লেখ্য সম্প্রতি ব্যান্ডেলের একটি পুকুরে চিনা সুতার জালে আটকে পড়েছিল এক ব্ল্যাক হেডেড হেরেন। সেটিকে পুকুর থেকে উদ্ধার করেন পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং। উদ্ধারের সময় পাখিটি গুরুতর জখম অবস্থায় ছিল। একটি ডানা ভেঙে সে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পাখিটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে এনে শুশ্রূষা করে ভাঙা ডানায় বাঁশের কঞ্চি বেঁধে জোড়া লাগিয়ে দেন। পরে সুস্থ হয়ে উঠলেও বকটি বাড়ি থেকে যেতে চাইছিল না। শেষমেশ বহু কসরতের পর তাকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেন। তার এই কার্যকলাপের জন্য জেলা ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ভালবাসা পান। যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

সাগরে মৎস্য দপ্তরের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকে গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বিভিন্ন ব্লক ও জেলাস্তরের ফিসারি অফিসাররা এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। মোট ৯টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যরা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক হরিদাস ধাড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন।

আন্দোলনে বকখালির

একের পাতার পর

তিনি জানান, বকখালিতে জমির সমস্যা রয়েছে। বকখালি নিয়ে একাধিক উন্নয়ন হবে বলে দাবি করেন তিনি।

বকখালীর মত আরও একটি পর্যটন কেন্দ্র দীঘা। দীঘাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। অথচ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বকখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কোন কাজের কাজ হয়নি। যার ফলে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বকখালি তার সৌন্দর্য হারিয়েছে। পর্যটকরা বকখালি বিমুখ হচ্ছে বলে স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ গ্রামবাসীদের দাবি। খুব শীঘ্রই যদি বকখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজিয়ে তোলা না হয়, তাহলে পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ গ্রামবাসীরা।

বঙ্গশিক্ষার রাজপ্রাসাদ ভাঙল বলে

একের পাতার পর

একটি সার্ভের কথা বলি, ২০১৯–'২০–র অল ইন্ডিয়া সার্ভে অন হায়ার এডুকেশন দেখাচ্ছে সমগ্র ভারতে উচ্চশিক্ষায় পুরুষদের জিইআর যেখানে ২৬.৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তা ২০.৩ শতাংশ, নিচের দিকে ৪ নম্বরে। এরই প্রতিফলন এবার পড়েছে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যায়। বঙ্গ শিক্ষা যে ডুবতে বসেছে এগুলি তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ।

শিক্ষা মহলের বিশেষজ্ঞদের অভিমত আসলে পরিকল্পনা মাফিক এই রাজ্যটিকে একটি অর্ধশিক্ষিত, অদক্ষ গায়ে খাটা শ্রমিকের হাবে পরিণত করতে চলেছে এই বঙ্গের শাসকরা। ঠিক ব্রিটিশ আমালের মতো প্রকৃত শিক্ষাটা চলে যাচ্ছে উচ্চবর্ণ বা ধনীদের খপ্পরে। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষিত শাসককুল তৈরি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে শোষনের জন্য তৈরি হচ্ছে আর এক শ্রেণির বাঙালি। যারা আসলে হয়ে উঠছে রাজনৈতিক হাতিয়ার। কিছু সরকারি ডোল, কিছু সরকারি পাওনা, কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে মন ভরানোর ক্ষেত্র হচ্ছে এই শোষিত শ্রেণি। এর সঙ্গে শাসক হিসাবে কোনও দলেরই পার্থক্য নেই। প্রত্যেকেই শাসকের মতো চাইছে একদিকে উচ্চ আধুনিক শিক্ষা একটা পণ্য হয়ে উঠুক আর তৈরি হোক আর একটা গায়ে খাটা শ্রেণি, তবেই পুঁজিবাদী রাজনীতির ভারসাম্যটা সুন্দরভাবে বজায় থাকবে।

এই ধারাবাহিক পরিকল্পনা অজান্তে অগোচরে বাঙালির শিক্ষার প্রাসাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে নতুন করে রুখে দাঁড়াবার মতো বাঙালির সংখ্যা শূন্যতে গিয়ে ঠেকেছে। ফলে মেধা শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে বাঙালির গর্ব নিঃশেষ হবেই হবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক, স্বামীজি বলেছিলেন, 'জনসাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয়ে অবগত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা করো। যতদিন না তাহা করিতে পারিতেছ ততদিন জনসাধারণের উন্নতির আশা নাই। জাতি ভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণ স্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা; তাহা যদি করিতে পার তবে তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।' বলা বাহুল্য এর ঠিক উল্টো পথেই হাঁটছেন বঙ্গের শাসকরা। ফলে যা চাওয়ার তা পাওয়া অসম্ভব।

মহানগরে

নিকাশির কাজে বেহালার মতিলালে দুর্ভোগ

বরুণ মণ্ডল

বেহালা পূর্বের কলকাতা পুরসংস্থার ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ–পূর্বস্থিত ও ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরস্থিত মতিলাল গুপ্ত রোডের হার্ডমেটাল বাসস্টপেজের কাছেই বর্ষার জমা জল নিষ্কাশনের জন্য কলকাতা পুরসংস্থার সুয়্যারেজ ও ড্রেনেজ দফতরের কাজ চলছে। দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ বেহালার সোদপুর এলাকায় মতিলাল গুপ্ত রোডে ঢিমে তালে কাজের দরুনই এই রোড দিয়ে চলাচলকারী চারটি বাসরুট অনির্দিষ্টকালের জন্য এ পথ থেকে অন্যপথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই মতিলাল গুপ্ত রোডের দুই পাড়ের এক বিরাট সংখ্যক বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র যান হয়েছে নিজস্ব দু'চাকার গাড়ি নয় তো হাঁটা। অটো চলাচল করলেও তাতে চারজন যাত্রী সখেরবাজার বা টালিগঞ্জ থেকে থাকায় ওঠা যাবে না। দেড় বছর যাবৎ এস – ৩১(বেহালার জনকল্যাণ স্ট্যান্ড থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভায়া টালিগঞ্জ মেট্রো – প্রিন্স আনোয়ার শা রোড) সহ আরও তিনটি বেসরকারি বাসরুটের বাসচলাচল এই মতিলাল গুপ্ত রোড দিয়ে চলাচল বন্ধ থাকায় এলাকার মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় বেহালা পূর্বের সোদপুর অঞ্চলের(ওয়ার্ড –১২২) হার্ডমেটাল বাস স্টপেজের কাছে মতিলাল গুপ্ত রোডে এস – ৩১ সহ তিনটি বেসরকারি রুটের বাস ও একটি মিনিবাস এই রুট দিয়ে চলাচল স্থগিত রয়েছে। সেই বাস গুলি বর্তমানে অন্য রুট দিয়ে চলাচল করছে। এই রুট দিয়ে গত দেড় বছর ধরে বাস চলাচল বন্ধ, যার ফলে যানবাহন সমস্যা চরম দুর্ভোগে পড়েছে। সখের বাজার থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা অটো নির্ভর করেই আপাতত চলতে হচ্ছে, স্থানীয় ১২২ ও ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের বাসিন্দাদের। তাও সখেরবাজার থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে টালিগঞ্জ যায় অটো আবার ফেরার সময়ও চারজন যাত্রী নিয়ে সখেরবাজার ফেরে অটো গুলি। তা–ই মতিলাল গুপ্ত রোডের মাঝ পথের যাত্রীরা অটোতে ওঠার সুযোগ ২০২১ – এর শারদোসবের পর থেকে খুবই কম পান। কেন এই রাস্তায় দীর্ঘদিন যাব বাস চলাচল বন্ধ? কী জন্য বন্ধ? স্বল্প বর্ষাতেই মতিলাল গুপ্ত রোডে বিশেষ করে ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের সোদপুরে অঞ্চলটা বর্ষার জমা জলে প্লাবিত হয়ে যায়। যার ফলে ২০২১ – এর শারদোসবের পর পর বেহালার সোদপুরের নীলকণ্ঠ বিবাহ বাড়ির সামনে ও মতিলাল গুপ্ত রোডের হার্ডমেটালের সুয়্যারজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শুরু করেছিল কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশী দফতর। সেটা ২০২৩ – এর ফেব্রুয়ারিতেও চলছে। এবং আগামী দিনেও চলবে। তা–ই এই দুরবস্থা। আসলে কলকাতা পুরসংস্থার কর্তৃপক্ষ এখন কলকাতা পুরসংস্থার কন্ট্রাক্টর নির্ভর হয়ে গিয়েছে। তাদের মর্জির ওপর পুর কর্তৃপক্ষকে চলতে হচ্ছে। স্থানীয় নীলকণ্ঠ বিবাহ বাড়ির বিপরীতের বাসিন্দা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবীণ সম্পাদক আইনজীবী বিবেক চক্রবর্তীর বক্তব্য, ২০০৪ থেকে আমি ওই এলাকার বাসিন্দা। আজ পর্যন্ত একদিনও স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি সোমা চক্রবর্তীকে দেখলাম না ওয়ার্ড পরিক্রমায় বের হয়েছেন। ওনার স্বামী আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়, ওনার বাড়িতে যাতায়াত আছে। দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ এই নীলকণ্ঠ বিবাহ বাড়ির সামনে সুয়্যারেজের কাজ চলছে ঢিমেতালে। ওখানটায় ২৬ বার গর্ত খুঁড়েছে আর ২৬ বার গর্ত মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে পিচ করেছে। ২০২২ – এর মহালয়ার দিন ভোর রাতে সাড়ে চারটের সময় নীলকণ্ঠ বিবাহ বাড়ির সামনের গর্ত বুঁজিয়ে পিচ হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভাশিস চক্রবর্তী ও সুদীপ পোল্লে সোদপুরে ননীর দুর্গা পুজোর দ্বারোদঘাটনে গেল, আর সন্ধ্যার দিকেই নয়া পিচ খুঁড়ে আবার গর্ত খোঁড়া শুরু হয়। রাতেরবেলা মানুষ একটু শান্তিতে ঘুমোবে কী এই খোঁড়াখুঁড়িতে ওখানকার বহুতল ভবনগুলি থরথর করে কাঁপে। রাস্তার পাশেই আমার বাড়ি হওয়ায় প্রায় রাতের বেলা চিৎকার চেঁচামেচি করে ওদের সতর্ক করা হয়। বাড়ি গুলি থরথর করে কাঁপে। একহাত দুরে দুরে বাড়ি গায়ে গায়ে লাগানো বহুতল বাড়ি এখানে। আর হার্ডমেটালের জায়গাটা ফাঁকা হওয়ায় ড্রেনেজের কাজে কারোর কোনো বোঝা' হয় না। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিরা এখানে অবুঝের মতো চোখ বুজে থাকে। এদিকে কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশী দফতর সূত্রে খবর, আগামী বর্ষার আগেই মতিলাল গুপ্ত রোডের নির্মীয়মান নিকাশী প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

মাধ্যমিক ২০২৩ সিসির নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে। চলবে ৪ মার্চ শনিবার পর্যন্ত। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসেছে কমবেশি ৬,৯৮,৭২৪ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। এবার ভিন্ন ভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৮৭ জন। দৃষ্টিহীন রয়েছে ২৬৩ জন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণে থাকছেন ৩৫ হাজার শিক্ষকশিক্ষিকা। পরীক্ষক ৪০,৫০০ জন।

সভাপতি অধ্যাপক রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পরীক্ষা নির্বিঘ্নে রাখতে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র পুলিশের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে। ২৮৬৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯ শতাংশের বেশি কেন্দ্রে সি সি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। অ্যাপের মাধ্যমে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির ওপর নজরদারি চালাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এদিকে চলতি বছরের হাই মাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিলের পরীক্ষাও এদিন শুরু হয়েছে। এবার মোট পরীক্ষার্থী প্রায় ৭৫ হাজার। গতবছর পরীক্ষার্থী ছিল ৮১ হাজার। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদিন ২২ ফেব্রুয়ারি জানান, এবার মোট ২০৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। ১৩ মার্চ সোমবার পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে জানান, জলপাইগুড়িতে হাতির আক্রমণে একজন পরীক্ষার্থীর মৃত্যু ছাড়া এবছরের মাধ্যমিকের প্রথম দিনের প্রথম ভাষার পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবার পরীক্ষা শুরুর প্রথমদিন অভিভাবক–অভিভাবিকাদের পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

লেন্স বার্তা

তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পালের উদ্যোগে শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে রেলের বিআর সিং হাসপাতালের কাছেই বাংলাদেশের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ও ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ২০ ফুটের আবক্ষ মূর্তি বসেছে। তৈরি করেছেন কুমোরটুলির বিখ্যাত শিল্পী মিন্টু পাল। যা ভারতে নজিরবিহীন।

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের পাশে দাঁড়াল ন্যাশনাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। তাদের তৈরি পোশাকে ডিজাইন করা থেকে শুরু করে হাতের নানারকম কাজ শেখায় এই সংস্থা। এই খবর জানান সংস্থার চেয়ারপার্সন সোমনাথ ঘোষ। তিনি আরো বলেন, এইসব পোশাক নিয়ে আগামী মাস মাসের শেষে একটি ফ্যাশান শো হবে। মোহিত মঞ্চে। সেখানে অংশগ্রহণ করবেন ২০ জন মডেল।

গন্ধ দিয়ে বিচার হয় ভালো মন্দের আর স্বাদের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের বেছে নেওয়া গুলি। ফ্রাগনেন্স ফ্রেভার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া মিলন মেলায় এক ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর আয়োজন করে এখানে প্রস্তুতকারক সংস্থা সাথে সরাসরি গাঁট ছড়া বাঁধে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি। এই সংস্থাটি হল গন্ধ ও স্বাদ নিয়ে কারবারি এবং প্রস্তুতকারক বণিকদের সংস্থা। ২৫ তম বর্ষে ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি গন্ধ এবং স্বাদ নিয়ে অনবরত চলতে থাকে বাছাই। ধূপ, সুগন্ধি, খাবারে ব্যবহার করার স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব থেকে এসেছে বিভিন্ন জেলার সম্ভার। তবে চোখে পড়ল ভারতবর্ষের সবকটি প্রস্তুতকারক সংস্থাই প্রায় এখন প্রকৃতির জিনিস দিয়ে তাদের পণ্য তৈরি করতে উদ্যত হয়েছে। দেশ বিদেশের কোম্পানিও ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় হাতমেলাতে এগিয়ে এসেছে। সারাদিন ধরে চলছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যবসায়িক আলোচনা।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

ফুল ফুটুক না ফুটুক এখন বসন্ত। ছবি : অভিজিৎ কর

বণিক সভার বাজেট কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ করা হয়েছে। সেই বাজেটের ভালো–মন্দ, কোভিড পরিস্থিতির পরবর্তী সময়কার অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য কেমন তা নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে।

অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ বিষয়ক স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি নমিত বাজোড়িয়া। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, বাজেট এবং শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী। এরপর বণিক সভার সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কিছু উপদেশ এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি শিল্পে অনেকটা প্রভাব ফেলছে এ বিষয়টি তুলে ধরেন শিল্পপতিরা। এছাড়াও তারা বলেন জমি সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মকানুন সহজ করতে পারলে শিল্পের ক্ষেত্রে ভালো হবে। মন্ত্রী জানান সবকিছুই ভাবনায় রয়েছে। আমরা এগিয়ে চলেছি অনেক প্রতিবন্ধকতাকে মাথায় নিয়ে। আমাদের কোষাগারে টাকা নেই তাও আমরা শিল্পের উপযুক্ত ভাবনা ভেবে চলেছি। এমএসএমি এ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন এই বিষয়েও আমরা আগে ভাবছি। মন্ত্রী বলেন জিএসটি যা পাওনা ছিল তা এখনো কেন্দ্র সরকার না দিলেও কিছু টাকা তারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। তবে এখনো সবটা দেয়নি। আশা করা যায় বরাদ্দ খুব শীঘ্রই এসে পৌঁছবে।

শিপ্রা ঘটক প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার সল্টলেক 'আমরি' হাসপাতালে প্রয়াত হন। রেখে গেলেন তিন কন্যা ও এক পুত্র এবং নাতি–নাতনীদের। এক সময় ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ব্রহ্মপদ স্কুলের (ব্রতচারী গ্রামস্থিত, জুনিয়ার বেসিক স্কুল) শিক্ষিকা, তৃণমূলী সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু:সময় ও সুসময়ের সঙ্গী ছিলেন। বেহালায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণ (১৯৯৮) প্রতিষ্ঠা যজ্ঞে সেদিন যে গুটিকয়েক কর্মী নিয়ে প্রথম কমিটি হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন এই শিপ্রা ঘটক। ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডে এবং ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে দু'বার করে মোট চারবারের দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ তৃণমূলী পৌর প্রতিনিধি ছিলেন। গত বছর কর্মীদের বাইকে বা তাঁর নির্দিষ্ট অটোতে করে হুড়ুমদুড়ুম করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছেন। ওয়ার্ডবাসীর সুবিধা–অসুবিধার কথাবার্তা শুনে কাজ করেছেন। তাঁর রাজনীতিতে আসা স্বামী বীরেন্দ্র মোহন ঘটকের হাত ধরে। যিনি সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসেরদোর্দণ্ডপ্রতাপ একজন নেতা ছিলেন।

নেপাল দূতাবাসে শিবরাত্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেপালের মূল শিবরাত্রি অনুষ্ঠান হল পশুপতিনাথ মন্দির ঘিরে। সারা নেপাল মেতে ওঠে শিবরাত্রির উৎসবে। কলকাতার নেপাল দূতাবাসে এক টুকরো নেপাল উঠে এসেছিল শিবরাত্রির সন্ধ্যায়। হোম যজ্ঞ দিয়ে শুরু হয় মহাদেবের পূজা অর্চনা। ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। নাচে গান সকলেই আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। উপস্থিত ছিলেন সবকটি দেশের দূতাবাসের দূতেরা, সকলেই শামিল হন শিবের মাথায় জল ঢেলে পূজার্চনা করতে। নেপালের রাষ্ট্রদূত আশোররাজ পোড়েল বলেন, ভারতের সাঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখবার কথা মাথায় রেখেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। দুই দেশের সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এই পবিত্র দিনে। শিব ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়েই আমাদের বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হবে। ভারতের সব রাজ্যের নাচ–গান উঠে এসেছিল এদিনের অনুষ্ঠানে। সুদূর পুরীর জগন্নাথ ধাম থেকে আগত কীর্তন দল মহাপ্রভু কীর্তনে মাতিয়ে তোলে অঙ্গন। ছিল দূতাবাস কর্মীদের পরিবারের বাচ্চাদের নাচ–গানও।

জানা–অজানা সফরে

বাংলার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন – গনগনি

সুকুমার মণ্ডল

পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য উত্তর আমেরিকার অ্যারিজোনার সুউচ্চ গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন নদী খাত। প্রায় এক–মাইল উচ্চতার রক্ত–বর্ণ সেই নদী–খাত দেখতে সারা বছর দেশ বিদেশ থেকে দর্শনার্থীরা ছুটে যান সেখানে। আমাদের এই বাংলায় সন্ধান মিলেছে লাল–মাটির নদী খাত। পশ্চিম মেদিনীপুরের গনগনি উচ্চতা ও বিশালতায় যদিচ গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন–এর সমকক্ষ নয়কো, তথাপি গড়বেতা শহরের উত্তর–পূর্ব প্রান্ত ধরে বয়ে চলা শিলাবতী নদী বাঁকে লাল মাটির খাত গনগনি–র জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান । শিলাবতীর দক্ষিণ তীরে ধরে প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু পাড় এক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত । বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্ষয়ের ফলে ঢালু পাড়ে ইতিউতি সৃষ্টি হয়েছে খাঁজ । লাল মাটির পাশাপাশি তার বর্ণ কোথাও হলুদ কোথাও বা বেশ গেরুয়া । গড়বেতার উপান্তে এটি এক মনোরম ভ্রমণের ঠিকানা হয়ে উঠেছে । উঁচু পাড়ে পর্যটক–আবাস, রেস্তঁরা, সুসজ্জিত পার্ক ইত্যাদি গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে । স্থানীয় পৌর–উদ্যোগে নির্মিত একটি সিমেন্ট–বাঁধানো সিঁড়ি ঢাল বেয়ে অনেকটা নেমে গেছে ।

হাওড়া ও শালিমার কিংবা সাঁত্রাগাছি উভয় স্টেশন থেকে সারাদিনে একাধিক ট্রেন এই পথে চলছে। আমাদের প্রায় বারো জনের দল, মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সকাল আটটা নাগাদ সাঁত্রাগাছি স্টেশনে শালিমার–ভোজুডিহি এক্সপ্রেস ট্রেনে সওয়ার হয়েছি। মার্চেই সূর্যের তেজ প্রখর হতে শুরু করে দিয়েছে। গনগনি বেড়ানোর পক্ষে জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারিই ভালো। ঘড়িতে এগারোটার কাঁটা পৌঁছানোর আগেই আমরা শান্ত নিরিবিলি গড়বেতা স্টেশনে নেমে পড়লাম। চারপাশে আলু চাষের ফসল তোলার কর্মকাণ্ড চোখে পড়ল। ট্র্যাক্টর–টানা গাড়িতে আলুর বস্তা চলেছে হিমঘরের উদ্দেশ্যে। আমাদের টোটো–চালক জানালেন, গড়বেতা আলু চাষের জন্য খ্যাত। স্টেশন থেকে এক কিমি দূরেই সোনাঝুরি গেস্ট হাউস। সেখানে পৌঁছে দেখলাম আরও কয়েকটি গেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে। মূলতঃ বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভর এই অতিথিশালার ম্যানেজারের আন্তরিকতায় কোনও খামতি নেই। আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে, দুপুরের খাওয়ার পর অল্প বিশ্রাম। তারপরই সোজা গনগনি দেখতে শিলাবতী নদীর ধারে যাওয়া হবে। গড়বেতা জনপদটির পূব প্রান্ত দিয়ে ঝাঁ–চকচকে খড়্গপুর–বাঁকুড়া রাজ্য–সড়ক চলে গিয়েছে। সড়কের দু–পাশে আকাশ–ছোঁয়া শালের বন। সেই বনের বিস্তার উত্তরে বিষ্ণুপুর ও পূবে জয়পুরের (বাঁকুড়া জেলা) জঙ্গল পর্যন্ত ।

গনগনি পৌঁছালাম প্রায় বিকাল ৪ টায়, সূর্যদেব পশ্চিম দিকে ঢলেছেন। বাঁধানো সিঁড়ি ধরে কয়েক ধাপ নামার পর দেখলাম, স্থানীয়রা অনেকেই ঢালু খাদ ধরে ওঠানামা করছেন। লাল কাঁকুরে মাটিতে হঠাৎ বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। শহর থেকে আসা অনভ্যস্ত আমরা বাঁধানো

সিঁড়ির নিরাপত্তা ছাড়তে নারাজ। ক্রমে আমরা প্রায় নদী তীরে এসে পৌঁছলাম। আমাদের সোপান–পথের দু–ধারেই রাঙা মাটির ঢালু খাদ এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে। এইসব খাত সৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অভিঘাতে। আশ্চর্য শান্ত শিলাবতী অথচ বর্ষায় আশেপাশের এলাকা ভাসায় প্রতি বছর। অবাক লাগল দেখে, নদীর এই পূব দিকেই এমনটা ঢালু পাড় আর পশ্চিম তথা উত্তর দিকে একেবারে সমতল। শিলাবতী এখানে কিছুটা উত্তরমুখী বটে তবে তারপরে ফের অভিমুখ বদলে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের দিকে গিয়েছে। সুউচ্চ এই ঢালু পাড়ের বিচিত্র ক্ষয়ের ফলে অনেক রকম রঙের বাহার–কোথাও লাল, কোথাও হলুদ আবার কোথাওবা গেরুয়া। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেল, ডিসেম্বর–জানুয়ারীর দিনগুলিতে পিকনিকের ঢল নামে। অধুনা ডিজে তাণ্ডবে তখন অবস্থা কি যে দাঁড়ায়, তা বর্ণনা করা মুস্কিল। আমাদের দলের তিন–চতুর্থাংশই বর্ষীয়ান নাগরিক। সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় মালুম হয় নি, কিন্তু উঠে আসার সময় কাহিল দশা। উপরের প্রাঙ্গণে একাধিক চায়ের দোকান। সপরিবারে ব্যবসা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওদেরই একজনের দোকানে চা ও মুখরোচক তেলেভাজায় কামড় দিতে গিয়ে দেখলাম, সূর্যদেব শিলাবতীর জল ছুঁয়ে আজকের মত বিদায় নিতে চলেছেন। সে এক অনবদ্য দৃশ্য।

গেস্ট হাউসে ফেরার আগেই সন্ধ্যা নেমে গেল। গড়বেতার প্রাচীন সর্বমঙ্গলা দেবী মায়ের মন্দির। চার–চালা গড়নে নির্মিত মন্দিরে আজও নিত্যপূজা হয়। সারা বছরে নানা সময়ে বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্য করে মেলা ও জনসমাগম হয়ে থাকে। সেবায়েতদের মুখ থেকে জানা গেল প্রচুর বলি দেওয়ার রেওয়াজে আজও ভাটা পড়েনি। বলাবাহুল্য, রক্তারক্তির গরিমা শুনতে আমাদের এতটুকু আগ্রহ ছিল না।

পূর্ণিমার রাত। বিশাল চাঁদ অকৃপণ আলো রাতের প্রকৃতিকে ধুইয়ে দিচ্ছে। রাতের ভোজন সেরে রাত্রি–নিবাসের সুমুখের প্রায় ঘুমন্ত পাড়ার পথ ধরে আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়লাম পদচারণায়। পথের দু–পাশে নাম–না–জানা ঝাঁকড়া গাছেরা আর কিছু অহিংস সারমেয় আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

টেরাকোটা স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন নগরী বিষ্ণুপুর এখান থেকে মাত্র ২৫ কিমি দূরে। পরদিন সকালে ভাড়া–গাড়ি নিয়ে আধ ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে। এক যাত্রায় দু–দুটি ভ্রমণ ঠিকানা হাতছাড়া করার মানে হয় না। বিষ্ণুপুরের আকর্ষণ অনবদ্য টেরাকোটা–সমৃদ্ধ দেব–দেউল–মদনমোহন, শ্যাম রায়, জোড়–বাংলা প্রভৃতি অসংখ্য মন্দির। রয়েছে পিরামিড গড়নে নির্মিত রাসমঞ্চ, দল–মাদল কামান। কাছেই রাজ্য সরকারের ট্যুরিষ্ট লজ– সেখানকার ভোজনালয়ে দুপুরের জমাটি ভোজনের পরে সোজা বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। একটু পরে প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা শোনা গেল ভোজুডিহি–শালিমার এক্সপ্রেস ফিরতি যাত্রায় অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছাচ্ছে।

কীভাবে যাবেন

গ্রীষ্ম ও অবিরাম বর্ষণের সময়টুকু বাদ দিয়ে বছরের সব সময়েই যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে সড়ক পথে (ডানকুনি–আরামবাগ–জয়রামবাটি–বিষ্ণুপুর হয়ে) মোটামুটি ২২৫ কিমি। ১২৪৪৫ শালিমার–ভোজুডিহি এক্সপ্রেস সকাল ৭–৪৫–তে ছেড়ে ১১টায় গড়বেতা পৌঁছায়। ফিরতি ট্রেন বিষ্ণুপুর (১৫–২০) অথবা গড়বেতা (১৬–০০) ছেড়ে সন্ধ্যে ১৮–৩০ নাগাদ সাঁত্রাগাছি পৌঁছে দেবে। গড়বেতায় রাত্রিবাসের জন্য সোনাঝুরি গেস্ট হাউস, বিষ্ণুপুরে সরকারী ট্যুরিষ্ট লজের সন্ধান ইন্টারনেটে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।

মাঙ্গলিকী

থিয়েটার জেগে থাক ২৪ ঘণ্টা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

আগামী ২৪ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তপন থিয়েটারে আবার ফিরে এসেছে সারা রাত্রি ব্যাপী নাট্যোৎসব। আয়োজনে মিউলাস। মিউলাসই একমাত্র নাট্যদল যারা বেশ কিছু বছর ধরে এই সারারাত্রি ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করে কলকাতার নাট্যমোদি দর্শকবৃন্দকে প্রায় সারা বাংলার নাট্য আন্দোলন তথা নাট্য সংস্কৃতির একটা রূপরেখা আমাদের উপহার দিয়েছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলার নাট্যশিল্পকলার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম এই মিউলাসের কল্যাণেই। কিন্তু বেশ কিছু বছর মূলত আর্থিক কারণেই এই উৎসব মিউলাস করে উঠতে পারে নি। এরমধ্যে আবার করোনা ভাইরাসের থাবা নাট্যশিল্পকলাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। তবে দেরিতে হলেও মিউলাসের 'নাটক জেগে থাক ২৪ ঘন্টা' কলকাতার নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দের কাছে আবার উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। আবার আমরা মফস্বলের ভালো ভালো কাজের নমুনা দেখতে পাবো। এবারের উৎসব মোট দুইদিনের। ২৪ তারিখে শুরু হবে একটা নাটকের আড্ডা। তপন থিয়েটারের জ্ঞানেশ তপন সভামঞ্চে বিকাল চারটায়। মিউলাস আয়োজিত টানা ২৪ ঘন্টা নাট্য উৎসবে যে সমস্ত নাট্যকারদের নাটক গুলি মঞ্চস্থ হবে তাঁদের নিয়েই এই আড্ডার আসর বসবে। অংশগ্রহণ করবেন যথাক্রমে চন্দন সেন, ডঃ সৌমিত্র বসু, শ্যামল চন্দ, শিবশংকর চক্রবর্তী, শুদ্ধ সত্ত্ব, মৈনাক সেনগুপ্ত, অনুপম দত্ত, সুব্রত কাঞ্জিলাল, রজত ঘোষ, দ্বৈপায়ণ, সুভাষ ব্যানার্জী, পূর্বাচল দাশগুপ্ত, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, সম্রাট মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, মলয় ঘোষ, গৌতম দশগুি, অনির্বান সেন, উৎসব দাস। সঞ্চালনায় থাকবেন অভীক ভট্টাচার্য।

২৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টে থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টে পর্যন্ত টানা ২৪ ঘন্টা নাট্যোৎসব ২০২৩। উদ্বোধন দুপুর ৩টে। স্থান তপন থিয়েটার। অতিথিবৃন্দ যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের মধ্যে ডঃ শুভ জোয়ারদার, প্রবীর গুহ, হিরণ মিত্র, অরূপ রায়, কোয়েলা, স্বপন রায়, বিপ্লব কুমার ঘোষ, চন্দ্রা কোলে বিশ্বাস, অনুরাগ আগরওয়াল প্রমুখরা। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের পেছনে যাঁর মাথা এবং হাত প্রসারিত আছে সে আর কেউ নয় মিউলাসের কর্ণধার উৎসব দাস। সঙ্গে মিউনাসের সকল কর্মীবৃন্দ।

নিচে নাট্যোভিনয়ের সূচি দেওয়া হল। নাট্যমোদী দর্শক বৃন্দকে সাদর আহ্বান– আপনারা এই সুযোগ হারাবেন না। আশা ২৫ তারিখ তপন থিয়েটার চত্বর উৎসবের আমেজে ভরে উঠবে।

মিউলাস আয়োজিত সারারাত্রি নাট্যোৎসব

২৫শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টে থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টে পর্যন্ত

টানা ২৪ ঘণ্টা নাট্যোৎসব ২০২৩

উদ্বোধন দুপুর ৩ টে — তপন থিয়েটার

অতিথি ঃ ড. শুভ জোয়ারদার প্রবীর গুহ হিরণ মিত্র অরূপ রায় কোয়েলা স্বপন রায় বিপ্লব কুমার ঘোষ চন্দ্রা কোলে বিশ্বাস অনুরাগ আগরওয়াল

নাট্যদল	জেলা	নাটক	নাটককার	পরিচালক	সময়
বঙ্গ পুতুল	দঃ ২৪ পরগণা	যেমন কর্ম তেমন ফল	রামনারায়ণ তর্করত্ন	প্রদীপ সরদার	বিকেল ০৪.০০
মিউনাস	কলকাতা	দূষণ	উৎসব দাস	উৎসব দাস	বিকেল ০৫.০০
কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ	কোচবিহার	বাতিকবাবু	পূর্বাচল দাসগুপ্ত	পূর্বাচল দাসগুপ্ত	সন্ধ্যা ০৬.১৫
[illegible] নাট্যচর্চা কেন্দ্র	ঢাকা (বাংলাদেশ)	কী চাহ শঙ্খচিল	মমতাজউদ্দিন আহমেদ	খোরশেদুল আলম	রাত্রি ০৭.৩০
মহেশতলা রূপকথা	দঃ ২৪ পরগণা	অনিকেত সন্ধ্যা	চন্দন সেন	অমিয়কান্তি বড়ুয়া	রাত্রি ০৮.৪৫
আত্মজ (সিউড়ী)	বীরভূম	অরূপকথা	অতনু বর্মণ	মুকুল সিদ্দিকী	রাত্রি ১০.০০
ইছাপুর সন্ধিক্ষণ	উঃ ২৪ পরগণা	ঘন তমসায়	সম্রাট মুখোপাধ্যায়	সম্রাট মুখোপাধ্যায়	রাত্রি ১১.০০
এষণা (জয়নগর)	দঃ ২৪ পরগণা	অনির্বাণ	ড. সৌমিত্র বসু	কিশলয় বসু	রাত্রি ১২.০০
শ্যামবাজার নাট্যচর্চা কেন্দ্র	কলকাতা	দুষ্টকথা	শিবংকর চক্রবর্তী	মৃত্তিকা বসু	রাত্রি ০১.১৫
সংস্থিতি (চন্দননগর)	হুগলী	ওয়ান নাইন টু ফাইভ	অনুপম দত্ত	অনুপম দত্ত	রাত্রি ০২.৩০
মুক্তমন স্পীড	বর্ধমান	নামতে নামতে	সুব্রত কাঞ্জিলাল	অমিতাভ চন্দ্র	রাত্রি ০৩.৪৫
সন্দর্ভ	কলকাতা	পরকীয়া	রজত ঘোষ	সৌম্য মজুমদার	ভোর ০৫.০০
বিসর্গ	কলকাতা	বাঘ চাল	দ্বৈপায়ণ	দ্বৈপায়ণ	ভোর ০৬.০০
থিয়েটার টেন্ট	কলকাতা	খগম	সুভাষ ব্যানার্জি	সুশান্ত ব্যানার্জি	সকাল ০৭.০০
কাল প্রতিমা	কলকাতা	বর্ণ বিপর্যয়	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	শ্রাবণী সেনগুপ্ত	সকাল ০৮.০০
হালিশহর অ আ ক খ	উঃ ২৪ পরগণা	নৈবেদ্য	শ্যামল চন্দ্র	দেবাশিস নন্দী	সকাল ০৯.০০
চ্যাটার্জিহাট অনুকৃতি	হাওড়া	এখনো অন্ধকার	প্রসেনজিত চক্রবর্তী	তাপস দাস	সকাল ১০.০০
যাদবপুর ব্যতিক্রম	কলকাতা	কুন্দ ফুলের মালা	মৈনাক সেনগুপ্ত	দেবা রায়	সকাল ১০.৪৫
চণ্ডীতলা প্রম্পটার	হুগলী	সূক্ষ্ম বিচার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রদীপ রায়	সকাল ১১.১৫
অঙ্কুর কলাকৃষ্টি (কোলাঘাট)	মেদিনীপুর	নট ফর সেল	কৌশিক চট্টোপাধ্যায়	সুজয় চক্রবর্তী	দুপুর ১২.০০
যাদবপুর মন্থন	কলকাতা	শূদ্রাণী পর্ব	শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ	শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ	দুপুর ১২.৪৫
অনীক	কলকাতা	ঈশ্বর	সুদীপ্ত ভৌমিক	অরূপ রায়	দুপুর ০১.৩০
ইউনিটি মালঞ্চ	উঃ ২৪ পরগণা	স্বপ্নের এক ফেরিওয়ালা	মলয় ঘোষ	দেবাশিস সরকার	দুপুর ০২.১৫
রাজডাঙা দ্যোতক	কলকাতা	মৃত্যুর জন্মদিন	অনির্বাণ সেন	শুভাশিস ভট্টাচার্য শান্তনু দীক্ষিত	দুপুর ০৩.০০
গড়জয়পুর সপ্তর্ষি	পুরুলিয়া	এলোমেলো	গৌতম দশগুি	গৌতম দশগুি	বিকেল ০৪.০০

আর্থিক সহায়তায় ঃ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক

* প্রতি বছরের মতো এ বছরও দর্শকদের জন্য পুরস্কার থাকবে।

উ না স — মিতালী উৎসব নাট্য সংস্থা (মি উ না স) ঃ ৩ রাম নারায়ণ মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০৬১
9903350936, 9830518195, 9674593065, 9831280641 e.mail : munas.kol@rediffmail.com

শেষ হল ১৬তম জাতীয় নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ১৬তম জাতীয় নাট্য উৎসব। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি উৎসবের উদ্বোধন করেন আসামের 'অভিনব থিয়েটারের পরিচালক' দয়ালকৃষ্ণ নাথ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ অসীম পাল, সংস্কার ভারতী দক্ষিণ বঙ্গের সাংগঠনিক সম্পাদক উদয়কুমার দাস, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার কমিশনার বাসন্তী ভৌমিক সহ বিশিষ্ট গুণীজনেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উত্তরীয়, ব্যাচ ও স্মারক দিয়ে অতিথিদের সম্মানিত করা হয়। উদ্বোধক দায়ালকৃষ্ণ বাবু বলেন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা দীর্ঘ ২৭বছর নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যা একটা দৃষ্টান্ত, এদের ১৬ তম জাতীয় নাট্য উৎসব, সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। অফিসার ইনচার্জ অসীমবাবু রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উপস্থিত সকলেই রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ভুয়সী প্রশংসা করেন। উৎসবের প্রথম দিনের প্রথম নাটক রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার প্রযোজনা বলাই কাহিনী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ ড: অপূর্ব দে, নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, বৃক্ষছেদন বন্ধ করে, সবুজায়ন করা এই নাটকের মূল বার্তা, এই উৎসবে আসাম থেকে আগত নাট্য দল অভিনব থিয়েটার এছাড়াও ১২টি নাটক এই উৎসবে পরিবেশিত হয়। শেষ দিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি, বিকেল চারটে ছিল থিয়েটার আড্ডা, বিষয় – অন্তরঙ্গ নাটক বক্তব্য রাখেন সুপ্রিয় সমাজদার, সুমিত ব্যানার্জী, আশিস দাস, সুদীপ্ত ভূইঁয়া, সুখেন্দু দাস প্রমুখ ব্যাক্তি বর্গ, এছাড়াও আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন পলাশ মণ্ডল, দীপককুমার দা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

বৈচিত্র্যময় ভাবনায় অভিবন্দনা উইন্টার কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন বছরের শুরুতেই অভিবন্দনা তাদের চিরাচরিত প্রথাকে বজায় রেখে একটি সুন্দর চিত্র ও আলোক চিত্র প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন। গত ৬ এপ্রিল উত্তর কলকাতা ঐতিহ্য সমৃদ্ধ স্টার থিয়েটারের অন্তর্গত নটী বিনোদিনী আর্ট গ্যালারিতে অভিবন্দনার পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় 'শীতকালীন উৎসব' শীর্ষক এক চিত্র ও আলোক চিত্র প্রদর্শনী। ৪৭টি নানান মাধ্যমের চিত্র ২৫টি আলোকচিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। সারা শীত জুড়েই কলকাতার সমস্ত আর্ট গ্যালারীতে বহু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু প্রদর্শনী দর্শকের মনে একটা দাগ রেখে যায়। সেই রকম একটি প্রদর্শনী হল অভিবন্দনার 'শীতকালীন উৎসব'। ৪৭টি নানান মাধ্যমের চিত্রগুলি সত্যিই অনবদ্য। ২১ জন চিত্রশিল্পীর প্রত্যেকটি কাজই সমস্ত দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছে। বিশেষ করে শিল্পী সমর রায়, রত্নাবলী দত্ত, মহুয়া রায়, সীমা রায়, অন্তরা রায়, কুন্তলিকা চক্রবর্তী, সুমিতা রায়, সুস্মিত মুখোপাধ্যায়, রিঙ্কু সেন, অমৃতা তিয়াড়ী, প্রবীর সাহা, পার্থপ্রতীম মুখার্জীদের অ্যাক্রিলিক মাধ্যমের কাজগুলি সত্যিই অসাধারণ। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে শিল্পী তাঁর মনের ভাবকে সূক্ষ্মতার সাথে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একইভাবে তেল রং এর মাধ্যমে নিজের চিন্তাভাবনাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন কাকলি বোস ও অমিতাভ লাহিড়ী। উডকাটের উপর ভিত্তি করে একটি সুন্দর সৃজনশীল কাজ পরিবেশন করেছেন শিল্পী অভিদীপ্ত মণ্ডল। কাঠকে খোদাই করে তার উপর একটি চমৎকার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন শিল্পী স্বপন মণ্ডল।

একটু ভিন্ন ধারার কাজ ছিল। ড. অভিজিৎ দে এবং শিল্পী দীপ্তি চৌহানের জল রংয়ের কাজগুলি এই চিত্র প্রদর্শনীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট। সুব্রত ভৌমিকের পেন্সিলের দ্বারা নির্মিত চিত্র এবং শ্রীরূপা রায়ের চারকোল ও গ্রাফাইট মাধ্যমকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কাজ দুটি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

এই প্রদর্শনীর আর একটি দিক হল ২৫টি আলোকচিত্র। যার মধ্যে ৫টি মোবাইল আলোকচিত্র। মোবাইলের মাধ্যমে যে দুরন্ত ছবি তোলা যায় তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন এই প্রদর্শনী। প্রতিটি আলোকচিত্রের মধ্যেই একটা স্বতন্ত্র ভাব ও ভাবনা ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে অনিন্দিতা জলি দে'র ছবিগুলির মধ্যে নিজস্ব ভাবমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ডা. সপ্তর্ষি চৌধুরীর আলোকচিত্রগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে জীবনের এক অসাধারণ কিছু মুহূর্ত। পাখীদের নিয়ে তোলা রুবি কুণ্ডুর ছবিগুলো যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। একইভাবে রজত চৌধুরী, অনির্বান দে এবং সায়ন্তিকা দাশগুপ্তের তোলা আলোকচিত্রগুলি যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন।

একটি প্রদর্শনী তখনই পূর্ণতা পায় যখন তার উপস্থাপনা সবাইকে মুগ্ধ করে। অভিবন্দনার এই প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। চমৎকার উপস্থাপনার জন্য প্রদর্শনীটি অন্যসব প্রদর্শনী থেকে স্বতন্ত্রতা দাবি রাখে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শিল্পীদের কাজের একটি সেরা স্থান হল অভিবন্দনা গ্রুপ।

বনেদি বাড়ির প্রাচীন দুর্গাপুজোর বই বেরোল

বিপ্লব দাস : কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় প্রকাশিত হল বাংলার ঐতিহ্যবাহী বনেদি বাড়ির প্রাচীন দুর্গাপুজো বইটির লেখক সাংবাদিক বিপ্লব দাশ। কলেজস্ট্রিটের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনী সংস্থা সন্ধ্যা প্রকাশন বইটির প্রকাশক। ২০২২ সালে বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেসকোর স্বীকৃতি লাভ, বাঙালি হিসাবে গর্বের। সেই গর্ব আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় যখন নিজের ভাবনার সঙ্গে স্বীকৃতির মেলবন্ধন ঘটে। বাংলার হেরিটেজ দুর্গাপুজো ও পর্যটন গাইডমূলক একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–সমৃদ্ধ এই বইটি। গবেষণামূলক এই বইটির বিশেষত্ব হল কলকাতা ও জেলার প্রায় ১০০টি বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস থেকে ঝাড়াই বাছাই করা হয়। সেখান থেকে কলকাতার ২২টি এবং জেলার ২৪টি মোট ৪৬টি বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস

স্থান পেয়েছে। কলকাতার এই বনেদি বাড়ির পুজোগুলির পিছনে রয়েছে নানা ইতিহাস ও গল্প। ঠিকানা–পথনির্দেশ সহ সেই ইতিহাস স্থান পেয়েছে এই বইটিতে। বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী বিশেষভাবে সক্ষম ১৩ বছরের প্রত্যুষা পাল। বিশেষভাবে সক্ষম একঝাঁক শিশু–কিশোর–কিশোরীদের হাত দিয়ে বইটি প্রকাশিত হল ১০ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার বইমেলার ১৮৭ নং স্টলে। সমাজের এই শিশুরা বিশেষভাবে সক্ষম হলেও ওরা যে আমাদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। ওদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকাশক ও লেখকের ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত। এই বইয়ের সামনে ও পিছনের ইনসাইড কভারে স্থান পেয়েছে ওদের আঁকা ৪০টি ছবি। সাংবাদিক ও প্রকাশক বন্ধু শংকরের উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইপিএস নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য, অভিনেত্রী মৌ বৈদ্য, সঙ্গীত শিল্পী অমিত কালী সহ বিশিষ্ট মানুষজন।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ঠাকুরের তিথিপুজোর উৎসব

মানস কুমার সিনহা : গত একুশে ফেব্রুয়ারি সারাদিন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সাড়ম্বরে পালিত হল যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৮তম জন্মতিথি উৎসব। সকাল সাতটায় ঠাকুরের বিশেষ পূজারম্ভ হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় হোম। সকাল সাড়ে ১১টা মিনিটে ভোগ এবং আরতি। সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাত্রিক ও ভজন। আলোচনা সভা শুরু হয় সন্ধ্যে সাড়ে ৬টায়। সভার বিষয় রামকৃষ্ণ অনুধ্যান। স্থান অভেদানন্দ মঞ্চ। ভক্ত সমাগমে ঠাসা এই আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট বাগ্মী অমর মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডক্টর সন্দীপ কুমার দাঁ। সভাপতির আসনটি অলংকৃত করেন ঋতানন্দজী মহারাজ। তিনি বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থগারিক। আলোচনা পর্বের শুরুতে বিশিষ্ট বক্তাদের বরণ করে নেওয়া হয়। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। স্বাগত ভাষণ দিলেন বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী আত্মবোধানন্দজী মহারাজ। বক্তব্য রাখলেন ডক্টর সন্দীপ দাঁ। ঠাকুরের সান্নিধ্যে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছিলেন (বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, কেশব চন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ) তাঁদের নিয়েই এই আলোচনা তিনি করেছিলেন। অমর মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের ফটো তোলার প্রসঙ্গটি বিস্তারে জানিয়েছেন। আমাদের জীবন কেমন করে গড়ে তোলা উচিত, তাই নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখলেন ঋতানন্দজী। আলোচনা সভার মধ্যে তিনটি পর্বে তিনটি গান গেয়ে শোনালেন আশিস সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন স্বামী আত্মবোধানন্দজী মহারাজ।

ভাষা দিবস পালন বাগদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাবসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে একুশে উদযাপনের খবর পাওয়া গেল। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রফিক, সফিক, জব্বার, সালাম, বরকত সহ অনেকেই। তাই এই দিনটি শহিদ দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে উদযাপিত হচ্ছে।

শ্রুতি আবৃত্তি ও নাটক চর্চা কেন্দ্রের গুণীজন সংবর্ধনা

অর্ঘ্য রায় : ডায়মন্ড হারবার শহরের আভিজাত্য ও নান্দনিকতা সবসময় আলাদা উচ্চতা দাবি করে। এই শহরের শ্রুতি আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক চর্চা কেন্দ্রের ২৩তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মিলন উৎসব, আবৃত্তি অনুষ্ঠান এবং গুণীজন সম্মাননা প্রদানের আয়োজন করা হয়েছিল শহরের অভিজাত আনন্দলোক ভিলায়। এদিন সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়, শ্রুতি আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও সদস্যরা আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও অধ্যাপক অবশেষ দাস, বিশিষ্ট কবি রফিক উল ইসলাম, বিশিষ্ট কবি ও নাট্য ব্যক্তিত্ব সৌমিত বসু, বিখ্যাত আবৃত্তিকার স্বরবৃত্ত আবৃত্তি সংস্থার কর্ণধার দীপঙ্কর ঘোষ, কবি দিলীপ প্রামাণিক, উদীয়মান গায়ক দ্বৈপায়ন ঘোষাল ও সঙ্গীতশিল্পী শ্রুতিনন্দা পাল এবং খ্যাতনামা বিজ্ঞান লেখক

এবং বিজ্ঞানকথা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে সভাঘর ভর্তি দর্শকদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্র–ছাত্রীদের আবৃত্তি পরিবেশনে অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। কবি রফিক উল ইসলাম স্বরচিত কয়েকটি কবিতা পড়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে কবি সৌমিত বসুর বক্তব্য ছিল মনে রাখার মতো। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রাণবন্ত ভাষণ দেন অধ্যাপক ও কবি অবশেষ দাস। শুধুমাত্র ছাত্র–ছাত্রী নয়, উপস্থিত ছিলেন অজস্র অভিভাবক শিক্ষক–শিক্ষিকা ও এলাকার সংস্কৃতি প্রাণ মানুষজন। 'শ্রুতি'র কর্ণধার শুক্লা পাল চট্টোপাধ্যায় জানান, ডায়মন্ড হারবার শহরে দীর্ঘদিন ধরে এই আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র সুনামের সঙ্গে চালিয়ে আসছেন তাঁরা। আধুনিককালে ক্রমশ এই আবৃত্তির চর্চা হারিয়ে যেতে বসেছে বর্তমান পাশ্চাত্য ইংরেজির সাহিত্যের প্রাধান্য ও রমরমার মধ্যেও তারা এই আবৃত্তি চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রে বর্তমানে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। অফলাইন এবং অনলাইন দুভাবেই ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষত উচ্চারণে জড়তা দূর এবং উচ্চারণ শুদ্ধির বিশেষ ক্লাস নেওয়া হয়। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা গত দু দশকেরও বেশি সময় ধরে নানা প্রতিযোগিতায় সহস্রাধিক পুরস্কার অর্জন করেছে। আবৃত্তির সঙ্গে নিয়মিত শ্রুতি নাটকের অনুশীলন হয়। সংস্থার শিক্ষার্থীরা সগৌরবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় নিয়মিত আবৃত্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বলেও জানান তিনি। তাদের এই প্রচেষ্টা ডায়মন্ড হারবার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা সাহিত্যকে আরো অনেকাংশে পুষ্ট করবে বলে তিনি মনে করেন।

ডায়মন্ড হারবারে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য সংস্থার কর্ণধার শুক্লা পাল চট্টোপাধ্যায় ও ডা: হিমাদ্রি পালকে সাধুবাদ জানান আমন্ত্রিত অতিথি ও অন্যান্যরা।

উদ্ভাবনে উৎসাহ বাড়াতে প্রয়াস ২০২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য জুড়ে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাটানগর টেকনো ইন্ডিয়া কলেজের জাতীয় স্তরের আন্ত কলেজ প্রোজেক্ট কম্পিটিশন প্রয়াস ২০২৩। শনিবার শুরুর দিনেই শিক্ষাবিদ ও পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ইকো ব্রিক, স্মার্ট সুউজ, অটোমেটেড পার্কিং সিস্টেম, লাইট ডিপেন্ডেবেল সুইচ, অ্যাক্সিডেন্ট ডিটেক্টর, সার্কেল ভায়োস প্রভৃতি তো রয়েছেই, সঙ্গে রয়েছে আরো টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, এডামাস ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, জে আই এস গ্রুপ, সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ব বিদ্যালয় ও কলেজ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে এবার বহু প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এবার প্রয়াস ২০২৩ এ প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় ১০০০ বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। এদিন সকালে বাটানগরে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বাটানগর টেকনো কলেজের ভাইস চেয়ারম্যান আর এন লাহিড়ী, ডিরেক্টর ড: রতিকান্ত সাহু, অধ্যক্ষ ড: অশোক নস্কর প্রমুখ। এই কম্পিটিশন থেকে নতুন নতুন জিনিস তৈরির ধারনা জন্মাবে এবং দক্ষতা বাড়বে বলে উদ্ভাবনী ভাষণে জানান তাঁরা। প্রয়াস ২০২৩ কমিটির যৌথ আহ্বায়ক ড: জয়ন্ত মাইতি ও ড: অরিত্র মণ্ডল বলেন, এবার প্রয়াস ২০২৩ এ ভালোই সাড়া পাওয়া গেছে এবং আগামীদিনে এটা ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যতে আরো উৎসাহিত করবে। এদিনই বিচারকেরা শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিচার করে পুরষ্কৃত করেন।

ছবি : অরুণ লোধ

৬৯তম আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার প্রদর্শনী

দ্যুতিমান ভট্টাচার্য: একটা বছরের পর আরেকটা বছর আসে, সেই সঙ্গে আমাদের দেওয়াল দখল করে নেয় নতুন ক্যালেন্ডার। শুধুই কী দেওয়াল? ক্যালেন্ডার থাকে আমাদের টেবিলে, পকেটে এমনকী ফোনেও! ক্যালেন্ডারে তারিখ দেখা ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। প্রাচীন রোমে মাসের প্রথমদিনকে বলা হত ক্যালেন্ডি। এই শব্দটির ল্যাটিন রূপ ক্যালেন্ড্রিয়াম, যার মানে হিসাব খাতা। এটি থেকেই ইংরেজি ক্যালেন্ডার শব্দের উৎপত্তি।

নানারকমের মনোহারি ক্যালেন্ডারের সম্ভার নিয়ে সম্প্রতি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ৬৯তম আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনী ৬৮ বছর আগে বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা সিগনেটের ডি কে গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সোমানন্দ শুরু করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সিগনেট প্রেস ও তাঁর মালিক দিলীপ কুমার গুপ্ত স্বনামধন্য। প্রেসটি জওহরলাল নেহেরুর ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত বই প্রকাশ করেছে। সত্যজিৎ রায় তার কর্মজীবনের শুরুতে এই প্রকাশনা সংস্থায় একজন ভিজ্যুয়াল ডিজাইনার হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং অনেক বইয়ের প্রচ্ছদ করেছিলেন।

১৯৫৫ সালে দিলীপ গুপ্ত ওরফে ডিকে, তাঁর ক্লায়েন্টের জন্য একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করার সময় অনুভব করেছিলেন যে আমরা এই শিল্প সম্পর্কে খুব কমই জানি এবং স্বামী সোমানন্দের সঙ্গে একসঙ্গে অধ্যয়নের জন্য ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করা শুরু করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে দু'জনে আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার প্রদর্শনী শুরু করেন যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। সত্যজিৎ রায় এবং আর পি গুপ্তের মতো মানুষ এই প্রদর্শনীর সভাপতি ছিলেন।

বহু বছর ধরে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করেন বর্তমান সভাপতি তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলোক কুমার। সেগুলি সাধারণের জন্য একাডেমির গ্যালারিতে মেলে ধরলেন ফেব্রুয়ারির ২০ থেকে ২৬ পর্যন্ত। ভারত ছাড়াও অস্ট্রিয়া, জাপান, ইসরায়েল, ভিয়েতনাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইত্যাদি দেশের ক্যালেন্ডার রয়েছে প্রদর্শনীতে।

প্রদর্শনীতে জানা গেল অনেক অজানা তথ্য। যেমন নববর্ষ, হালখাতা এবং বাংলা ক্যালেন্ডারের জুড়ি বহুকালের। তবে জানেন কি, বাংলা ক্যালেন্ডারের সূচনা সপ্তম শতকে বঙ্গের শাসক শশাঙ্কের হাত ধরে শুরু হলেও, আধুনিক বাংলা ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছিলেন দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবর!

আমরা ইংরেজি সাল বা খ্রিষ্টাব্দ বলতে যা জানি, আসলে তা হল গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। আর ১ জানুয়ারিতে আমরা যে নববর্ষ পালন করি, তাও পালন করা হয় এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে। কিন্তু এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারটা এল কোত্থেকে? ক্যালেন্ডার যখন ছিল না, তখন দিনক্ষণ নির্ধারণ করা বেশ কঠিন একটা কাজ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মিশরীয় জ্যোতির্বিদরা একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে দিনকে ১২ ঘন্টা ও রাতকে ১২ ঘন্টা হিসাবে ভাগ করে ২৪ ঘন্টায় একটি পূর্ণ দিন ধার্য করেন। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের মূল কাঠামোটা আসলে সৌর বর্ষের উপর নির্ভরশীল। এর বর্তমান যে কাঠামোটা আমরা দেখতে পাই, সেখানে পৌঁছোতে সময় লেগেছে কয়েকশো বছর!

মাসের নামকরণের ক্ষেত্রেও বেশ মজাদার তথ্য আছে। রোমানদের হাতে ক্যালেন্ডারের বিকাশ হয়েছে বলে বারো মাসের বেশিরভাগ মাসের নামকরণ করা হয়েছে রোমান সম্রাট ও দেবতাদের নামানুসারে। জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে জুলাই মাসের নামকরণ। তাঁর পর রোমের সম্রাট হন তারই ভাইয়ের ছেলে অগাস্টাস সিজার। তারই নামানুসারে এই মাসটির নামকরণ করা হয় আগস্ট'।

লিপইয়ার'–এর প্রচলন হয় রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের শাসনকাল থেকে। জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়া থেকে গ্রীক জ্যোতির্বিদ মোসাজিনিসকে নিয়ে আসেন ক্যালেন্ডার সংস্কারের জন্য। মোসাজিনিস দেখতে পান পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা। ৩৬৫ দিনে বছর হিসাব করা হলে এবং প্রতি চতুর্থ বছরে ৩৬৬ দিনে বছর হিসাব করা হলে কোনো গরমিল থাকে না।

একদিনের ক্রিকেটেও নেতৃত্বে হার্দিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে খেলবেন না রোহিত শর্মা। পারিবারিক কারণের জন্যই প্রথম একদিনের ম্যাচে নেই তিনি। তাঁর জায়গাতে ভারতীয় দলকে একদিনের ফরম্যাটে নেতৃত্বে দেবেন হার্দিক পান্ডিয়া। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচেই ফের নেতৃত্বে ফিরবেন রোহিত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পরই টিম ইন্ডিয়া নেমে পড়বে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে। এই বছরই ঘরের মাঠে রয়েছে বিশ্বকাপের আসর। সেদিকেই এখন বাড়তি নজর রয়েছে ভারতীয় শিবিরের। এই সিরিজেই সঞ্জু স্যামসন ফের ভারতীয় দলে ফিরতে পারেন কিনা সেটাই দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সবাই। চোট সারিয়ে এখন তিনি সুস্থ সেই কথা বেশ কয়েকদিন আগে সঞ্জু স্যামসন নিজেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের স্কোয়াডে তাঁকে না রেখেই দল ঘোষণা করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২২ সালের জুলাইয়ে শেষবার ওডিআই খেলা রবীন্দ্র জাদেজা প্রত্যাশিতভাবেই একদিনের ক্রিকেটে ফিরে এসেছেন। তবে বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন জয়দেব উনাদকাট। সদ্য রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েই সুখবর পেয়েছেন। ভারতের হয়ে শেষ ওডিআই খেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২০১৩-র নভেম্বরে। ১৭ মার্চ থেকে শুরু হবে ওডিআই। অন্যদিকে, বাকি দুটি টেস্ট স্কোয়াডে কোনো পরিবর্তন হয়নি। মনে করা হয়েছিল, কেএল রাহুল বাদ যেতে পারেন খারাপ পারফরমেন্সের জন্য। তা অবশ্য হয়নি। বোর্ডের গুডবুকে থাকা রাহুলকে রেখেই বাকি টেস্ট দল ঘোষণা করে।

ওডিআই স্কোয়াড: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, কেএল রাহুল, ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া (সহ-অধিনায়ক), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, যুজবেন্দ্র চাহাল, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, উমরান মালিক, শার্দূল ঠাকুর, অক্ষর প্যাটেল, জয়দেব উনাদকাট।

ভাষা দিবসে মোহনবাগান লাইব্রেরির উদ্বোধন

মলয় সুর : ক্রীড়া বিষয়ক বই নিয়ে লাইব্রেরি খুব কমই আছে। ময়দানে তো একেবারেই নেই। এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শক হচ্ছে মোহনবাগান ক্লাব। ভাষা দিবসের দিন বিকেলে মোহনবাগান স্পোর্টস লাইব্রেরির উদ্বোধন হল। ক্রীড়া সাংবাদিক থেকে সাহিত্যিক, খেলা বিষয়ক সবার বই থাকবে এখানে। খেলা নিয়ে যাঁরা আগ্রহী, এবং যাঁরা পড়াশোনা করতে চান তাঁরা এক ছাদের নিচে পেয়ে যাবেন অনেক তথ্য সমৃদ্ধ বই। ক্লাব তাঁবুতে লাইব্রেরির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রথমত এতে প্রায় ৩০০ বই নিয়ে লাইব্রেরিটি চালু হল। ক্রিকেট নিয়েও অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মোহনবাগান স্পোর্টস আকাদেমি তৈরি হল, চুক্তি হল। 'আমুজি প্রো ইন্ডিয়া' সংস্থার সঙ্গে। যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতার নামী স্কুলে ক্রিকেট শেখাবে মোহনবাগান কোচ এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেবে ক্লাব। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, আমরা প্রথমে একটা নামী স্কুলের সঙ্গে কাজ শুরু করব। পরে সংখ্যাটা বাড়বে। এ ব্যাপারে আর্থিক চুক্তিও হয়েছে।

ক্রিকেট-ফুটবলে শুধু হার আর হার, ক্ষুব্ধ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

সুমনা মণ্ডল

ঘরের মাঠে রঞ্জি ফাইনাল খেলেও হার। সন্তোষে মূলপর্ব খেলতে গিয়েও একটা ম্যাচও জিততে পারে না বাংলা! মোহনবাগানের স্পোর্টস লাইব্রেরি উদ্বোধন করতে এসে বাংলার নাম ক্রমশ ডুবছে দেখে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এতদিন সমস্ত খেলোধুলোতেই তিনি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। পরিকল্পনা মতো বরাদ্দও করছেন ক্রীড়া উন্নয়নে। কিন্তু কোথায় উন্নয়ন! কোথায় আসছে বাংলায় ট্রফি! যে ক্রিকেট-ফুটবল নিয়ে এত উন্মাদনা বারবার সেখানেই বারবার ব্যর্থ হচ্ছে বাংলা দল। এভাবে আর কতদিন! ক্ষোভ জানালেন স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রীই। তিনি বলেন, গতবার সন্তোষ ট্রফিতে ফাইনালে বাংলা দল গেল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে হারলাম। এবারও তাই। একোন প্রশাসন! যারা বছরের পর বছর ধরে ক্রীড়াক্ষেত্রগুলোতে আগলে রাখবে, আর প্রকৃত প্রতিভাবানরা সুযোগ পাবে না! এ কোন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছি! নিশ্চয়ই মোহনবাগান করছে, ইস্টবেঙ্গল করছে, মহমেডান করছে, কিন্তু বাংলা কোথায়? না ফুটবলে, না ক্রিকেটে! এটা আমাদের ভাবতে হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে, তখন মাথা নত হয় না আমার? আমি তো মাঠে গিয়ে খেলতে পারব না। খেলবে তো খেলোয়াড়রা। আজ বাংলার খেলোয়াড়দেরই সুযোগ নেই। বাইরে থেকে এসে খেলছে বাংলায়। তাহলে কোথায় আসবে আন্তরিকতা, কোথায় আসবে জেদ, কীভাবে জন্মাবে জেতাবে ইচ্ছে! এই যারা কর্মকর্তা, এই যে সব অ্যাসোসিয়েশন, যারা বাংলার খেলোধুলোকে শেষ করে দিচ্ছে, সত্যিই এবার ভাবাচ্ছে'।

ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস যখন বাংলা নিয়ে চিন্তিত, তখন মোহনবাগান কর্মকর্তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল ইস্টবেঙ্গলকে ঠুকতে ব্যস্ত। সম্প্রতি কয়েকদিন আগেই প্রথম স্পোর্টস লাইব্রেরি তৈরি হল বলে গর্ব করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা। শনিবার মোহনবাগানও স্পোর্টস লাইব্রেরি করে লাল হলুদকে কটাক্ষ করতে ছাড়ল না। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বললেন, ইস্টবেঙ্গলের ৭০ শতাংশ খেলার বই আর ৩০ শতাংশ জেনারেল সাহিত্য। আমাদের ১০০ শতাংশই খেলার বই। কুণাল ঘোষও একইরকম কটাক্ষ করে বলেন, ওরাও করেছে। তবে আমাদের এখানে ১০০ শতাংশ খেলার বই। ওদের ৭০ শতাংশ খেলা আর বাকি ৩০ শতাংশ 'বনপলাশীর পদাবলী'। তবে এই লাইব্রেরি উদ্বোধনের পরই জানা গেল, ১৯৭৫ সালের আগের ইতিহাস জানানোর কোনো বই-ই নেই মোহনবাগানের ভাণ্ডারে। যা অবশ্য খুব তাড়াতাড়িই রাখা হবে বলে মোহনবাগান থেকে আশ্বাস দেওয়া হল।

ভারতের স্বাধীনতার পথ দেখায় মোহনবাগান

এটিকে নাম সরানো হোক, দাবি সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রিমুভ এটিকে' দীর্ঘদিন ধরেই এই স্লোগান ঘুরছে সবুজ মেরুন সমর্থকদের একাংশের। ক্লাব চত্বরে বিক্ষোভও দেখিয়েছে, মোহনবাগানের খেলা হলেই স্টেডিয়ামে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন দেখা গেছে, গণমাধ্যম প্রায়শই উত্তাল হয়ে উঠছে। তবু মোহনবাগান নামের আগে থেকে এটিকে রিমুভের কোনো নামগন্ধ নেই। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাবে এসেছিলেন স্পোর্টস লাইব্রেরির উদ্বোধনে। এটিকে মোহনবাগান নামে যেন তিনিও তাল মেলাতে পারলেন না। বিস্মিতই হলেন স্পনসরদের নাম এভাবে জুড়ে থাকায়। স্পষ্টই জানালেন, মোহনবাগান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পথ দেখায়। মোহনবাগানের সঙ্গে ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটিকে নাম সরিয়ে ফেলা হোক মোহনবাগানের আগে থেকে'। মোহনবাগান কর্মকর্তারা যে চেষ্টা করছেন না তা নয়। ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ আগেও আশ্বাস দিয়েছিলেন। এদিনও ক্লাবে এসে জানিয়ে গেলেন, একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কবে সরবে এটিকে নাম? এমন প্রশ্নে তিনি জানান, আমরা সমর্থকদের আবেগের কথা জানি। মোহনবাগানের নামের আগে এটিকে শব্দটা থাকাটা অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু এটাও ঠিক যে এটিকে না থাকলে আমাদের সেসময় আইএসএল খেলা হত না।' এরপরই তিনি বলেন, আমরা অন্য একটা নাম চাইছি। সম্ভবত তারা রাজি। যথাযথ সময়ে তারা নিজেরাই তা ঘোষণা করতে চান, এরকমই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রয়েছে আমরাও অপেক্ষা করছি।' তাকি এই মরসুমেই হবে? তা নিয়ে অবশ্য কিছুই জানেন না কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, তাড়াতাড়ি না দেরিতে, তা এখনই বলতে পারছি না। পরিস্থিতি একটা তৈরি হচ্ছে'। এই পরিস্থিতি অবশ্য নতুন নয়, এই রিমুভ এটিকে' আন্দোলনের পর থেকেই তা অবশ্য শুনে আসছেন সবুজ মেরুন সমর্থকরা। বাগান কর্তারা মুখে বললেও, কতটা দাবি জানিয়েছেন তা নিয়ে কেউই কোনোদিন আলোকপাত করেনি। এমনকী এটিকে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও এখনো কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। আদৌ এই নাম ভবিষ্যতে সরে কিনা তাই দেখার। তবে এই নাম সরানোর প্রক্রিয়াটাও খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ এটিকে মোহনবাগানের নিজস্ব একটা বোর্ড গঠন করা রয়েছে। সেখানেও ডিরেক্টর পদে রয়েছেন ক্লাবের বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত।

এই শেষবার দেখা যাবে ধোনির আইপিএল ঝলক

ফেয়ারওয়েল দিতে প্রস্তুত চেন্নাই, ঠিক হয়ে গেছে তারিখও

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স হয়ে গেছে ৪১ বছর। এখনও তাঁর ব্যাটিং দেখার আশার ভক্তরা। প্রায় মাসতিনেক হয়ে গেছে, চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখানেই যাত্রা শেষ করতে চান মাহি।

তিনি অবশ্য এই নিয়ে কোনো কথা বলেননি। কোনোদিন বলেনও না তিনি কবে কী করবেন, কবে ছাড়বেন! সিএসকে অবশ্য শেষবারের মতো আইপিএল খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ধোনির জন্য ফেয়ার ওয়েলের কথা ভেবে ফেলেছে। ৩১ মার্চ গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাত টাইটান্স ম্যাচ দিয়ে এবারের আইপিএল অভিযান শুরু হচ্ছে সিএসকের। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি সম্ভবত নিজের কেরিয়ারের শেষ আইপিএল হোম ম্যাচটা খেলবেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধেই। ১৪ মে চিপকে গ্রুপ পর্বের হোম ম্যাচে মুখোমুখি হবে চেন্নাই ও কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ম্যাচেই ধোনিকে ফেয়ার ওয়েল দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সিএসকের।

তবে প্লে অফে যদি ধোনির দল উঠতে পারে, তাহলে পরিকল্পনা বদলে যাবে। সিএসকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হ্যাঁ, এটাই ধোনির শেষ মরসুম হতে চলেছে। তবে এটা সম্পূর্ণ ওর সিদ্ধান্ত হবে। ও এখনো অফিসিয়ালি অবসর নিয়ে কোনো কথা বলেনি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। চেন্নাই ভক্তদের জন্য অবশ্যই সুখবর এই মরসুমে দেখা যাবে ধোনিকে, আবার দুঃখেরও কারণ, এটাই জীবনের শেষ মরসুমে খেলবেন বলে।'

২০০৮ সাল থেকে ধোনি সিএসকেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মাঝে চেন্নাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় তিনি দুই বছর রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টসের হয়ে খেলেছেন। ধোনির নেতৃত্বে চেন্নাই চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গতবার ধোনি কিছু ম্যাচের পরই অবশ্য রবীন্দ্র জাদেজাকে অধিনায়কত্ব দেন। তবে ব্যর্থ হন জাদেজা। শেষপর্যন্ত ধোনি ক্যাপ্টেন্সি নিলেও পারেনি চেন্নাই। এবার আবার নতুন করে শুরু করবে ধোনির চেন্নাই। তবে চেন্নাই থেকে ধোনি সরে গেলে ভবিষ্যতে কে অধিনায়ক হবেন, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বেন স্টোকসের হওয়ার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল। এছাড়াও রয়েছে অজিঙ্কা রাহানে, রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের নামও।

হকি ডার্বি ঘিরে উত্তপ্ত ময়দান, পরিত্যক্ত ম্যাচ দুই প্রধানের কর্তারাই দোষ চাপাল একে অন্যকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই প্রধানের ফুটবল এখন বিনিয়োগকারী সংস্থার হাতে। এই অবস্থায় দুই প্রধান প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে হকি খেলায়। দীর্ঘদিন দুইপ্রধানে বন্ধ হয়ে থাকা হকি পুনরুজ্জীবন পেয়েছে। কলকাতা হকি লিগে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয়েছিল ২২ বছর পর। রবিবার হকি লিগে মহমেডান মাঠে হকি ডার্বিতে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলা দেখতে সমর্থকরাও হাজির হয়। তাতেই তেতে উঠল ময়দান। দুই দলের সমর্থকদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। তাতে ম্যাচ চলাকালীন উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়।

মোহনবাগান সমর্থকদের গ্যালারির নিচের দিকেই বসার ব্যবস্থা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের। ম্যাচ দেখতে হাজির ছিলেন দেবব্রত সরকার-সহ ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তারা। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত-সহ অন্য কর্তারাও হাজির ছিলেন। অভিযোগ, ম্যাচ শুরু হওয়ার পর সবুজ-মেরুন সমর্থকদের দিক থেকে কটূক্তি উড়ে আসে।

হকি সংক্রান্ত কথা ছাড়াও ফুটবলের নানা বিষয় নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের কটাক্ষ করা হয় বলে অভিযোগ। ম্যাচে যখন মোহনবাগান ১-০ এগিয়ে, তখন কর্তা এবং দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলার জেরে কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে পড়ে মহমেডান মাঠ। মোহনবাগানের দাবি, তাদের সমর্থকদের দিকে চেয়ার ছোড়া শুরু করেন লাল হলুদ কর্মকর্তা ও সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গলের পাল্টা দাবি,তাদের কর্তাদের উদ্দেশেই কটূক্তি করা হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় একাধিক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যায়, যেখানে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার বসে রয়েছেন,তার পিছনে মোহনবাগান গ্যালারি থেকে সমর্থকদের চিকার ভেসে আসছে। এরই মধ্যে গেট খুলে মাঠে ঢুকে পড়েন দুই দলের সমর্থকরা, চলতে থাকে হাতাহাতি। গ্যালারি থেকে ইটবৃষ্টি শুরু হয় আচমকাই। এতে কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন, দুজনের মাথা ফেটে যায়। হকি ডার্বিতে হাতে গোনা পুলিশ ও ঘোড়সওয়ার পুলিশ ছিলেন। ফলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। এরপর সমর্থকদের বের করে দিয়ে খেলা শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু ফ্লাডলাইটের সব আলো না জ্বলায় খেলা শুরু করা যায়নি। হকি লিগের পরিত্যক্ত এই ডার্বি কবে হবে? তা জানায়নি হকি বেঙ্গল। তবে জানা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহে এই ডার্বি হতে পারে। ইস্টবেঙ্গলের অভিযোগ ছিল, মোহনবাগান সমর্থকদের কটূক্তি নিয়ে। যদিও মাঠে দাঁড়িয়ে কার্যত সেই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। মহমেডান মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ হচ্ছে, সেখানে সমর্থকরা গালাগালি দেবে স্বাভাবিক, ইস্টবেঙ্গল কি ভেবেছে? রামায়ণ শোনাবে?' সোমবার ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম কর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে বলেন, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান হকি লিগ ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার পর মোহনবাগান সচিবের বক্তব্য শুনে সারা বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষেরা হতবাক। সেটাই স্বাভাবিক। খেলার মাঠে এরকম গালাগালি হবে না, গণ্ডগোল হবে না, এটা আবার কী!' এই ধরনের মন্তব্য একজন দায়িত্বশীল মানুষ করতে পারেন, তা ভেবেই অবাক হচ্ছি। খেলার মাঠে শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত সবার। সেখানে মোহনবাগান ক্লাবের সচিব হিসাবে সমস্যাটা না মিটিয়ে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলছেন। আমার মনে হয় এটা কখনওই করা উচিত নয়।'

কলকাতা হকি লিগে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয়েছিল ২২ বছর পর। রবিবার হকি লিগে মহমেডান মাঠে হকি ডার্বিতে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলা দেখতে সমর্থকরাও হাজির হয়। তাতেই তেতে উঠল ময়দান। দুই দলের সমর্থকদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। তাতে ম্যাচ চলাকালীন উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়।

অবহেলায় ধুঁকছে সুপ্রাচীন শ্রীরামপুর স্টেডিয়াম, হেলদোল নেই প্রশাসনের

শুভদীপ ব্যানার্জী : একটু পরিসংখ্যান ঘাঁটলেই বোঝা যাবে, খেলাধুলোর নিরিখে গ্রামগঞ্জের ছেলেমেয়েরা কিন্তু অনায়াসে টেক্কা দিয়ে যায় শহুরে বাবুদের। একটা সময় তো বাংলা থেকে যত ফুটবলার উঠে আসতেন, তার অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের। শুধু ফুটবলই নয়, ঝুলন গোস্বামীর মতো ক্রিকেটারের উত্থান চাকদহ থেকে। হকি, ব্যাডমিন্টন বা অ্যাথলেটিক্সের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা।

কিন্তু এখন কান পাতলেই শোনা যায়, নতুন প্রজন্ম মোবাইল-কম্পিউটারের মতো প্রযুক্তিতে আবদ্ধ। মাঠের নেশা তাদের বাপ-ঠাকুরদার মতো একেবারেই নেই। আর এর অন্যতম কারণই হল মাঠ। শহরে মাঠের সংখ্যা দিন দিন কমেই যাচ্ছে। গলি-ক্রিকেট তো আজ বিলুপ্ত-প্রায়। কিন্তু গ্রামে? মাঠের অভাব তো সেখানে নেই। তাহলে খেলাধুলোয় কিসের অনীহা গ্রামগঞ্জে? আসলে পর্যাপ্ত মাঠ থাকলেও, অভাব রয়েছে পরিচর্যার, পরিকাঠামোর।

বাংলার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে হুগলি জেলা বারবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। বিভিন্ন খেলায় দেশের জার্সি গায়ে চাপানো ছেলে বা মেয়ের সংখ্যা নেহা কম নেই এই জেলায়। কিন্তু বর্তমানে অবহেলার জোয়ারে বঞ্চিত হচ্ছেন সেখানকার ক্রীড়ামোদি মানুষজন। ভারতবর্ষে যত ফুটবল স্টেডিয়াম রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন স্টেডিয়ামটি অবস্থিত এই হুগলির শ্রীরামপুরে। ১৯৭২ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। শ্রীরামপুরের ক্রীড়াপ্রেমী নেতা তথা এবং রাজ্যের প্রাক্তন শ্রম এবং অর্থমন্ত্রী ডঃ গোপাল দাস নাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই স্টেডিয়ামটি গড়ে উঠেছিল। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট সহ অতীতে নানা খেলার আসর বসেছে এখানে। এমনকী, একটা সময় কলকাতার প্রথম ডিভিশন এবং আইএফএ শিল্ডের বেশ কিছু খেলাও এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখন রাজ্য মেতে উঠেছে বারাসাত, কল্যাণী, খড়দহ, কিশোর ভারতীর মতো আধুনিকতম স্টেডিয়ামগুলিকে নিয়ে। আর ঐতিহ্যবাহী প্রফুল্ল চন্দ্র স্টেডিয়ামটি কলকাতার নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ব্রাত্য! স্টেডিয়ামটির দিকে তাকালে রীতিমতো কান্না পায়। কী ছিল, আর অবহেলায় কী হল?' নিষ্পলক দৃষ্টিতে স্টেডিয়ামের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি বলে গেলেন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব প্রমথেস বাগচী। স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসটি পড়ে রয়েছে ভগ্ন অবস্থায়। ছাদের চাঙ্গর খসে পড়ছে। গ্যালারির অবস্থা তথৈবচ। পশ্চিম দিকের গ্যালারির চারপাশ ঘন বন জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। সাপ-খোপের বাসা না থাকলেই অবাক হতে হবে। কোনো ফেন্সিং না থাকায় দক্ষিণ দিক থেকে প্রচুর অবাঞ্ছিত মানুষজন রাতের দিকে মাঠে ভিড় জমান। কারও কারও অভিযোগ, অন্ধকার নামলেই নেশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয় এই স্টেডিয়াম।

অথচ এই মাঠে প্রতিদিনই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অ্যাথলেটিক্সের প্র্যাকটিস করে। রয়েছে ফুটবলের কোচিং ক্যাম্পও। শ্রীরামপুরের মানুষদের আক্ষেপ, এক সময় এই মাঠেই সুধীর কর্মকার, শিশির ঘোষ, অচিন্ত্য বেলে, অমিয় মুখার্জির মতো ময়দান কাঁপানো প্লেয়াররা খেলে গিয়েছেন এখানে। কিন্তু দীর্ঘদিন কলকাতা লিগ বা শিল্ডের কোনো বড় ম্যাচ না হওয়ায় এখন পরিচর্যার অভাবে ধুঁকছে এই স্টেডিয়াম। অথচ কলকাতা থেকে বহু দূরে কল্যাণী বা বারাসতে নিয়মিত আই লিগ, কলকাতা লিগ বা শিল্ডের খেলা হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই বিষয়ে শ্রীরামপুরের ক্রীড়া প্রেমী মানুষরা বহুবার পুর প্রশাসন, জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। এই ব্যাপারে শ্রীরামপুর পুরসভার পুর প্রধান গিরিধারী সাহাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি আবার সরাসরি ক্রীড়া দপ্তরের দিকে আঙুল তুললেন। বললেন, ২০২১ সালে শ্রীরামপুর পুরসভার পক্ষ থেকে স্টেডিয়ামটির আধুনিকীকরণের জন্য একটি ডিপিআর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ক্রীড়া দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমরা আবারও এই বিষয়টি রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরকে জানাব। আশা করছি, ক্রীড়ামন্ত্রী এই স্টেডিয়ামের উন্নতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।'

ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নত পরিকাঠামো পেলে শ্রীরামপুর স্টেডিয়ামকে ঘিরে শুধু বাংলা নয়, ক্রীড়াবিদ তৈরির কারখানা পেয়ে যাবে গোটা দেশ। কারণ এই স্টেডিয়ামের একপাশে রয়েছে শ্রীরামপুর সাবডিভিশনাল টেনিস ক্লাব। যেখানে রয়েছে অত্যন্ত উন্নত মানের কোর্ট। তার পাশেই রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন শ্রীরামপুর স্পোর্টিং ক্লাব এবং এই ক্লাব লাগোয়া ঐতিহ্যশালী শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাব। তাই রাজ্য সরকার যদি অঞ্চলটিকে একটি স্পোর্টস জোন হিসাবে বিবেচনা করে, তাহলে আগামী দিনে শুধু রাজ্য নয়, দেশের নামও উজ্জ্বল করবে হুগলির শ্রীরামপুর।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com